Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেনো

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফিরদউস শাম্মী

রোলঃ ২১৬০২০৩০৬

১০ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেনো

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দিন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জান্নাতুল ফিরদউস শাম্মী

রোলঃ ২১৬০২০৩০৬

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেনো " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস শাম্মী, আইডিঃ 216020306 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

.

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দিন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ মানবতার শত্রু কেনো " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের "জনাব সাইফুদ্দিন শাকিল" উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি। আমি আরও ঘোষণা করছি যে এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shamme

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১০ জুন, ২০২৪ ইং

জান্নাতুল ফেরদৌস শাম্মী

আইডিঃ 216020306

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'লার, অজস্র সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার এবং সাহাবিদের উপর।

ট্রান্সজেন্ডার কি বা কারা এ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের প্রথমেই এর সাথে সম্পর্কিত কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে।
ট্রান্সজেন্ডার বিষয়টির সাথে মূলত মানসিক রোগ,শারীরিক গঠন,আচার-আচরণ, যৌনতা এমনকি হিজড়া গোষ্ঠী ও ধর্মীয় বিষয়টি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

উক্ত বিষয় গুলো সম্পর্ক প্রাথমিক ধারনা না থাকলে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ আমাদের নিকট স্পষ্ট হবেনা।
তাই নিজেকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এ ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে হলে আমাদের সকলেই এ বিষয় গুলোর প্রতি কমবেশি সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে ।

কিভাবে এই নোংরা অভিশপ্ত সংস্কৃতি আমাদেরকে ধংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এর অন্ধকার দিক,কেন এটি মুসলিম উম্মাহের জন্য ক্ষতিকর তা নিয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা এবং এই নোংরা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আজ সময়ের দাবি।

এ বিকৃতি থেকে বাঁচতে চাইলে মহান স্রষ্টার দিকে আমাদের ফিরতেই হবে এটা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই যা আমাদেরকে এ অসভ্যতা ও নোংরামি থেকে বাঁচাতে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

ট্রান্সজেন্ডার

মূলত কোন ব্যাক্তি যদি জন্মসূত্রে যে লিঙ্গ পেয়েছে তার পরিচয় না দিয়ে ভিন্ন পরিচয় দেয় তাহলে তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়।

ট্রান্স অর্থ রুপান্তর এবং জেন্ডার অর্থ লিঙ্গ। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার অর্থ রুপান্তরিত লিঙ্গ।

যেমন- ট্রান্সজেন্ডার নারী এমন একজন যিনি বর্তমানে নিজেকে নারী হিসাবে পরিচয় দিলেও তিনি জন্মেছেন পুরুষ লিঙ্গ নিয়ে।

তার মুখে দাড়ি, কণ্ঠ মোটা এং শারীরিক গড়ন পুরোদস্তর পুরুষের মতো হলেও তিনি নিজেকে নারী পরিচয় দিয়ে থাকেন। কারণ পুরুষের লিঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও তিনি নিজেকে পুরুষ মনে করেন না।

তারা নারীদের মতো বেশ ধরেন, আচার-আচরণ মেয়েলি হয়। এক কথায় পুরুষের কোনো বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

একইভাবে ট্রান্সজেন্ডার পুরুষ এমন একজন যিনি বর্তমানে পুরুষ পরিচয় দিলেও তিনি জন্মেছেন নারীর লিঙ্গ নিয়ে।তিনি মনে মনে নিজেকে পুরুষ ভেবে থাকেন।

তাদের শারীরিক গড়ন নারীদের মতো হলেও আচরণে কোনো নারীসুলভ বিষয় থাকে না। তারা চলাফেরার ক্ষেত্রে পুরো দস্তুর পুরুষদেরকে অনুকরণ করে থাকে অর্থাৎ তাদের চাল চলন তারা চলাফেরা করতে অনুপ্রেরণ করে থাকে তার স্বয়ং আচরণ,আচরণ পোশাক কোন কিছুই নারীর মত হয় না।

ট্রান্সজেন্ডার নারীরা এবং ট্রান্সজেন্ডার পুরুষরা যৌন অভিমুখিতা, বিপরীতকামী, সমকামী, উভকামী হতে পারে।

জেন্ডার ডিসফোরিয়া

"পুরুষের ভিতর নারী, নারীর ভিতর পুরুষের বসবাস।”

যেসব মানুষ বা শিশুদের মধ্যে জেন্ডার ডির্সফোরিয়া জনিত মানসিক রোগ আছে তারা গভীর ভাবে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মনে করেন বা অনুভব করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- একজন পুরুষ/ছেলে জন্মগত পুরুষ হলেও তিনি নিজেকে একজন সত্যিকারের নারী বা মেয়ে ভাবেন। যদিও যার শারীরিক গঠন পুরুষের অথ্যাৎ তার পেনিস থাকে।ঠিক তেমনি ভাবে একজন নারী বা মেয়ে নিজেকে সত্যিকারের পুরুষ ভাবেন।

যাদের মধ্যে এই মানসিক সমস্যা দেখা তারা বিপরীত লিঙ্গের কাজের/আচার আচরণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন যেমন একজন ছেলের যদি এই সমস্যা হয় তাহলে তিনি মেয়েদের মত চলাফেরা, পোশাক পড়া, মেয়েদের মত সাজতে , মেয়েদের মত খেলতে , ঠোঁটে লিবিষ্টিক দেওয়া, মেয়েদের মত জামা কাপড় পড়া । এই গুলো লুকিয়ে বা দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে এবং আয়না নিজেকে দেখে থাকেন। এছাড়া মেয়েদের সাথে মিশতে,সময় কাটাতে কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন এবং ছেলেদের সাথে রোম্যান্টিক সম্পর্ক করতে চান।

আবার একজন মেয়ের যদি এই সমস্যা হয় তাহলে তিনি ছেলেদের মত আচরন করা,পোশাক পরা যেমন জিস প্যান্ট,টি শার্ট আরো অন্যান্য যেসব পোশাক আছে সেগুলো পরে এবং লুকিয়ে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে এই পোশাক গুলো পড়ে থাকে যাতে কেউ দেখতে পায় না, পুরুষের মত খেলা, কথা বলা, ছেলেদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করেন, মেয়েদের সাথে রোমান্টিক সম্পর্ক করতে চান।

যাদের সমস্যা দেখা দেয় তারা ভীষণ মানসিক যন্ত্রনায়, অস্বস্তিতে, দুশ্চিন্তায় থাকেন যে কেন তাদের চিন্তা গুলো তাদের লিঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন নয়।

এর ফেলে তারা বিভিন্ন মানসিক রোগ ভুগে থাকেন যেমন anxiety, depression, restlessness । এইটা তাদের জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটায় যেমন স্কুল, কলেজ , চাকরি, সামাজিক জীবন, পারিবারিক, বিবাহিত জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সমস্যা যাদের মধ্যে থাকে তারা মামসিক হীনমন্যতায় ভুগে থাকে এবং অনেক আত্নহত্যা করে থাকেন।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে অনেক নিজের লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তনের চেষ্টাও করেন এবং ডাক্তাদের কাছে এ সম্পর্কে জানতে চান।
Gender dysphoria কে অনেক ক্ষেত্রে “gender identity disorder" বলা হয়। কারণ ব্যক্তি তার নিজের লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে দ্বিধান্বিত থাকেন। আসলে তিনি ছেলে না মেয়ে। শারীরিক ভাবে ছেলে/মেয়ে কিন্তু মানসিক ভাবে নিজেকে ছেলে/মেয়ে মনে করেন।
Gender dysphoria কিন্তু homosexuality বা সমকামিতা নয় বরং এর ফলে একটি পর্যায়ে গিয়ে ব্যাক্তি সমকামিতার দিকে ধাবিত হয়।

লক্ষণ/Symptoms:

শিশুদের ক্ষেত্রে :

1.প্রায় প্রায় বলবে, ছেলে হলে বলবে সে একজন মেয়ে এবং মেয়ে হলে বলবে সে একজন ছেলে। যেমন - মাকে অনেক সময় বলে থাকে ছেলে হলে, মা আমি মেয়ে হলে অনেক ভাল দেখাত বা অনেক দেশি সুন্দর দেখাত। বা বলবে মা মেয়ে হলে

আমাকে কেমন লাগত। মেয়ে হলে বলবে..ছেলে হলে আমাকে কেমন লাগল মা, আমি ছেলে হতে চাই।

2. সে নিজেকে যেই sex এর মনে করে সেই সেক্স এর বন্ধুদের সাথে মিশবে। যেমন ছেলে শিশুর যদি এই সমস্যা হয় তাহলে সে মেয়েদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে এবং ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিবে না। আবার মেয়ে শিশুর যদি এই সমস্যা
হয় তাহলে সে ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিবে এবং মেয়েদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে না।

3. খেলনা নিয়ে খেলার সময় - ছেলে শিশু মেয়েদের খেলনা নিয়ে খেলবে, মেয়েদের ভূমিকা পালন করবে, মেয়েদের পোশাকে পড়বে, মেয়েদের খেলা খেলবে। অথ্যাৎ হাঁড়ি পাতিল নিয়ে খেলবে বা মেয়ে পুতুল নিয়ে খেলবে, শাড়ি পড়বে, স্বামী স্ত্রী খেলায় মেয়ে/স্ত্রী/মায়ের চরিত্রে থাকবে /role paly করবে। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের খেলনা, পোশাক, খেলা , ছেলেদের ভূমিকা পালন করবেন। যেমন- পুরুষ পুতুল নিয়ে খেলবে, বন্দুক, পিস্তল নিয়ে খেলবে, স্বামী স্ত্রী খেলায় ছেলে/বাবা / স্বামীর চরিত্রে থাকবে/ role paly করবে।

4. প্রস্রাব(urinate) করার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা দেয়।যেমন- ছেলে শিশু এই সমস্যা হলে মেয়েদের মত বসে প্রস্রাব করবে আর মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এই সমস্যা হলে ছেলেদের মত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে।

5. তারা বলে থাকে, তারা তাদের যৌনাঙ্গ(genital) পরিবর্তন করতে চায় এবং নিজে যেই sex এর মনে করে সেই sex এর যৌনাঙ্গ চায়।

5. তাদের মধ্যে এক ধরনের strong বিশ্বাস থাকে যেমন- মেয়েদের ক্ষেত্রে, যদিও সে শারীরিক ভাবে মেয়ে কিন্তু বিশ্বাস করে মনে প্রানে সে একজন ছেলে এবং ছেলে হিসেবে জীবন কাটাতে চায়। তেমনি ছেলেদের ক্ষেত্রেও একই হয়।

6. অত্যাধিক মানসিক অস্বস্তিতে বা যন্ত্রনায় থাকে যখন তাদের শারীরিক পরিবর্তন হয়। যেমন বয়ঃসন্ধি কালে (during puberty) শারীরিক যে পরির্বতন গুলো হয় সে সময়।

কিশোর কিশোরী এবং যুবকদের ক্ষেত্রে লক্ষণ:

1. অত্যাধিক মানসিক যন্ত্রনায় থাকে তাদের যৌনাঙ্গ নিয়ে। এ কারণে তারা যৌনাঙ্গ দেখে না, কাপড় দিয়ে লুকিযে রাখে, যৌনাঙ্গ কখন হাত দিয়ে স্পর্শ করে না/ ধরে না ইত্যাদি।

2. এই সময় তারা সবচেয়ে বেশি মামসিক অস্বস্তিতে থেকে এবং তাদের যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য অনেক বেশি ইচ্চা বা আগ্রহ কাজ করে। যেমন অপারেশনের মধ্যে নিজের যৌনাঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়।

যেসব মানুষ জেন্ডার ডিসফরিয়া থাকে তারা বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা ভুগে থাকেন যেমন mood disorders, anxiety disorders, schizophrenia, depression, substance abuse, eating disorders, and suicide attempts.

কারণ:

1.Hormonal কারণ:

#গর্ভবস্থায় অতিরিক্ত হরমনের প্রভাবে হতে পারে যেটা ওষুধ খাওয়ার ফলেও হতে পারে।(Additional hormones in the mother's system -possibility as a result of taking medication).

#Androgen insensitivity syndrome (AIS) গর্ভবস্থায় মায়ের womb এ যদি এন্ড্রোজেন হরমোন ঠিক ভাবে কাজ করতে না পারলে এই সমস্যা হয়ে থাকে।

#Congenital adrenal hyperplasia (CAH) : অতিরিক্ত পুরুষ হরমোন যদি মেয়ে ভ্রূণের ক্ষেত্রে নিঃসৃত হয় তাজলে একজন মেয়ে শিশুর ছেলে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে।

2. Intersex condition: অনেক শিশু ছেলে বা মেয়ে উভয় যৌনাঙ্গ একসাথে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে শিশু নিজের লিঙ্গ ঠিক করার আগেই যদি অপারেশন করে তার লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় তাহলে এই সময় হতে পারে।

3. Chromosomal abnormalities: ক্রোমোজোম যাকে বংশ গতির ধারক ও বাহক বলা হয়। কোন কারণে ক্রোমোজোমের অস্বভাবিকতার ফলেও জেন্ডার ডিসফরিয়া হতে পারে।

4. Defects in normal human bonding and child rearing : শিশুর বিকাশ পর্যায়ে যদি পরিবারে পিতামাতার সাথে সম্পর্ক ভাল না । অথবা শিশু বিকাশ পর্যায়ে যদি তার লিঙ্গ সম্পর্কে ঠিক ধারণা না দেওয়া হয় । অনেক সময় দেখা যায় যে পিতামাতারা তাদের শিশুদের লিঙ্গ অনুযায়ী পোশাক পরিধান করান না বা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পড়ান। ফলে শিশুদের অনেক ক্ষেত্রে তার
লিঙ্গ পরিচয় সম্পর্কে ঠিক ধারণা পায় না এর ফলেও এই সমস্যা দেখা দিতে পআরে

ট্রান্সজেন্ডার কি মানসিক নাকি শারীরিক?

ট্রান্সজেন্ডার মূলত একটি মানসিক সমস্যা। কারণ ব্যক্তির জন্মানোর সময় একজন সুস্থ পরিপূর্ণ কোন একটি লিঙ্গ নিয়ে জন্মে থাকে অথচ ব্যক্তির বিকাশ কালীন সময়ে যেকোনো পর্যায়ে ব্যক্তির মধ্যে যখন মানসিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে ব্যক্তি নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের দাবি করে থাকে

একথা সুস্পষ্ট যে ব্যক্তি জন্মানোর সময় একটি সুনির্দিষ্ট লিঙ্গ নিয়ে জন্মানো সত্ত্বেও ব্যক্তি যখন মানসিকভাবে তার লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে দ্বন্দ্বে ভোগে তখনই সে কেবল লিঙ্গে পরিবর্তন ঘটাতে চায় অর্থাৎ নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের দাবি করে থাকে।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ভাবে কোন শারীরিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। এই রোগটি তাদের হরমোন জনিত একটি মানসিক সমস্যা। ফলে ব্যক্তি মনে করে থাকে যে সে ভুল লিঙ্গ নিয়ে জন্মেছে।

উল্লেখ্য যে এ ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তি মনে করে তার দেহের ভেতর একটি অন্য লিঙ্গের বসবাস রয়েছে কিন্তু বাহ্যিকভাবে যা প্রকাশ পেয়েছে তা ভুল এবং বাহ্যিক ভাবে প্রকাশিত লিঙ্গটি তার পরিচয় নয়।

অর্থাৎ পুরো বিষয়টি তার মানসিক অভিব্যক্তি এখানে তার কোন শারীরিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়নি। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে ট্রান্সজেন্ডার একটি মানসিক সমস্যা এটি কোন শারীরিক সমস্যা নয়।

ট্রান্সজেন্ডার বনাম জেন্ডার ডিসফোরিয়া

আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি ট্রান্সজেন্ডার কারা এবং জেন্ডার ডিসফোরিয়া কি ধরনের সমস্যা । ট্রান্স জেন্ডার এবং জেন্ডার ডিসফোরিয়া উভয়ই পরস্পরের সাথে অবিচ্ছেদ একটি অংশ।

কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন তার লিঙ্গ পরিচয় নিয়ে একটি মানসিক দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটে তখনই মূলত সে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের দাবি করে এবং সমাজে নিজেকে বিপরীত লিঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

নিজেকে বিপরীত লিঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে তাকে তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে দৈহিক বৈশিষ্ট্যে তথা তার জৈবিক পরিবর্তন ঘটানো ব্যতীত কখনোই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি অস্ত্রোপচারের শরণাপন্ন হয়ে থাকে এবং তার দৈহিক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। দৈহিক পরিবর্তনের পূর্বে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের হরমোন থেরাপিও নিয়ে থাকে যাতে করে বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য গুলো তার মধ্য থেকে প্রকাশিত হয়।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে ট্রান্সজেন্ডার বা রূপান্তরকামী তারাই যারা নিজেদেরকে বিপরীত লিঙ্গের পরিচয় দিয়ে তাদের জৈবিক লিঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে এবং এই বিষয়টি পুরোটাই তার মনের ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া কি এক?

বর্তমানে ট্রান্সজেন্ডার\ ট্রান্স ম্যান\ট্রান্স ওম্যান কথাগুলোর বহুল ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ কি? এ বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে ভুল ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে।

অনেকেই হয়তো মনে করেন ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া বা ইন্টারসেক্স একই মানুষ। অনেক সেলিব্রেটিরাও নিয়মিত এ ধরনের কথাবার্তা বলেন। এটি পুরোটাই একটি ভুল ধারণা ট্রান্সজেন্ডার এবং হিজড়া কখনোই এক বিষয় নয়।

হিজরা হল এমন ব্যক্তি যাদের শারীরিক গঠনে বিশেষ করে যৌনাঙ্গের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মিশ্র বৈশিষ্ট্য থাকে এটাকে disorder of sex development (DSD) বলা হয়। এক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের ডিসঅডার বা বিসদৃশ্যতা কাজ করে ফলে ৪৬ তম ক্রোমোজোমের বদলে অনেকে ৪৭ বা ৪৮ কিংবা ৪৯ টি ক্রোমোজোম থাকে সর্বশেষ জরিপে প্রতি ২০০০ জনের একজন intersex ব্যক্তিকে পাওয়া যায় জনসংখ্যার ০.০৫% এছাড়া বাকি দশমিক ৯৯.৯৫% মানুষ হয় নারী বা পুরুষ।

হিজড়াদের শারীরিক বিষয়টি আল্লাহ তা'লা কর্তৃক প্রদত্ত এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে স্পষ্ট প্রমাণিত।তাদের শারীরিক গঠনে তাদের বিন্দুমাত্র কোন হাত নেই বরং তা জন্মগত।

অর্থাৎ হিজড়াদের ক্ষেত্রে সত্যিকার ভাবে বায়োলজিক্যাল বা শারীরবৃত্তীয় বিষয়টি থাকে কিন্তু ট্রান্সজেন্ডারদের ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ মানসিক। এই পার্থক্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একজন হিজড়াকে যদি তার শারীরিক গঠনের কারণে বৈষম্যের শিকার হতে হয় তবে সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়। সমাজে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের সুযোগ অবশ্যই আছে।

কিন্তু কোন আপাদমস্তক পুরুষ যখন নিজেকে নারী দাবি করে বা নারী যখন নিজেকে পুরুষ দাবি করে এবং তা মানবিক এবং আধুনিকতার নামে তা আমাদেরকে মেনে নিতে বলে তখন সেটা হয় ম্যাথ সাইকোসিস, এক কথায় সামস্টিক বিভ্রান্তি।

বাংলাদেশে ট্রান্সজেন্ডারের একটি প্রেক্ষাপট

হো চিন মিন নামের একজন বাংলাদেশী যুবক। সে নার্স হিসেবে কাজ করতো। করোনা কালীন সময়ে কোভিড ওয়ার্ডে ডিউটি করার সময় আক্রান্ত হয়। তারপর সে তার প্রতিষ্ঠানে জানায় শারীরিক ভাবে সে পুরুষ হলেও সে নিজেকে আগাগোড়া নারী মনে করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এটা সহজ ভাবেই মেনে নেয়। সে জানায় শৈশব থেকেই সে এমন একটি অনুভূতি নিয়ে বড় হয়েছে। প্রমাণ হিসেবে সে ছোটবেলার একটা ঘটনা বলে, ক্লাস টু তে পড়ার সময় ক্লাসের আরেকটা ছেলেকে তার পছন্দ হয় তখন সে বুঝতে পারে যেহেতু সে একটি ছেলেকে পছন্দ করছে তার মানে সে একজন নারী কিন্তু তার বাহ্যিক পরিচয়টা ভুল। তারপর তাকে অনেক মানসিক চাপ এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়। নানান কষ্ট সহ্য করে নিজে রোজগার করে তাকে পড়াশোনা খরচ জোগাতে হয়। এখন হোচিমিন স্কয়ার হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করে। সে নিজেকে একজন ট্রান্স woman, সেক্সচুয়াল রাইট অ্যাক্টিভিস্ট,ফেমিনিস্ট এবং নার্স হিসেবে পরিচয় দেয়।

- হোচিমিন ইসলাম রোকন ২০১৬ সাল পর্যন্ত পুরোদস্তুর পুরুষ হিসেবে জীবনযাপন করতো, মেয়েদের সাথে ফ্লার্টিং করতো।
- একই সাথে হোচি ছিল গে। অর্থাৎ সে একটা বাইসেক্সুয়াল।
- গে হওয়ার পাশাপাশি সে গে অ্যাক্টিভিস্ট। সে বয়েজ অফ বাংলাদেশ (BOB) নামে একটি ঘে কমিউনিটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট ছিল।

- সে সাউথ এশিয়ার SAYAN এর ডিরেক্টর (গুগল করুন)। ভারত থেকে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানটিও বাংলাদেশে সকামীদের প্রচার-প্রসারে কাজ করছে।

- সকামীদের প্রচার-প্রসারে কাজ করার ব্যাপারটা হোচি বেমালুম অস্বীকার করেছে কিন্তু ভিডিওতে তার মিথ্যা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

- হোচি শাহবাগী ঘরানার ইসলামবিদ্বেষী লোক। তার অসংখ্য ফেইসবুক পোস্টে সে ধর্ম নিয়ে গালাগালি করেছে। ইসলামকে ব্যাঙ্গ করে তার অনেক পোস্ট ছিল যেগুলো সে পরে ডিলিট করে দিয়েছে কারণ সে জানে তার ইসলামোফোবিক প্রোফাইল থাকলে এই দেশে তার জায়গা হবে না।

- সে একা ইসলামবিদ্বেষীই কেবল না বরং চিহ্নিত ইসলামবিদ্বেষী তসলিমা নাসরিন, আসিফ মহিউদ্দীন এই চক্রের সাথে তার উঠাবসা।

সুতরাং হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার কখনোই এক নয়।

সমকামিতা

সমকামিতা বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিতে একটি বিষয়। মূলত সমকামিতা হল বিকৃত মানসিকতার কোন ব্যক্তির পছন্দ মতো যৌনচর্চার অধিকার।

সমকামীতা বলতে আমরা সকলেই বুঝি একই সেক্স বা লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষন বোধ করা। লেসবিয়ান, গে দিয়ে আমরা মেয়ে ও ছেলেদের মাঝে সমকামীতা বুঝিয়ে থাকি।

সমকামিতা একটি যৌন প্রবৃত্তি, যার দ্বারা সমলিঙ্গের দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রেম কিংবা যৌন আচরণ বোঝায়। প্রবৃত্তি হিসেবে, সমকামিতা বলতে বোঝায় মূলত সমলিঙ্গের কোনো ব্যক্তির প্রতি জেগে ওঠা "এক যৌন, স্নেহ বা প্রণয়ঘটিত এক ধরনের স্থায়ী স্বাভাবিক প্রবণতা"; "এছাড়া এর দ্বারা এই ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিচিতি, এই ধরনের আচরণ এবং সমজাতীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এক সম্প্রদায়ের সদস্যতাও নির্দেশিত হয়। সহজ ভাষায় কোন ছেলের প্রতি ছেলের আকর্ষন অথবা কোন মেয়ের প্রতি মেয়ের আকর্ষনকে সমকামীতা বলে।

সমকামিতার ইংরেজী প্রতি শব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি, যা ১৮৬৯সালে প্রথম ব্যবহার করেন Karl Maria Cutberry তার লেখা ছোট একটি আইনি পুস্তিকায়। Homosexual শব্দটি গ্রীক হোমো এবং ল্যাটিন সেক্সাস শব্দের সমন্বয়ে গঠিত।

সমকামীদের কয়েকভাগে ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। Gay বা পুরুষ সমকামী

২। Lesbian বা নারী সমকামী

৩। Shemale বা হিজড়া

৪। Bisexual বা দ্বৈত যৌন জীবন

যৌন তাড়না বা প্রবৃত্তির ভিত্তিতে মানুষ কে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক)সমকামীঃ সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি যারা যৌন তাড়না অনুভব করে।

খ)উভকামীঃ যারা নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতি যৌন বাসনা অনুভব করে।

গ)বিসমকামী বা অসমকামীঃ যারা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন তাড়না অনুভব করে।

বাংলাদেশে গে লাইফস্টাইল দেখা যায় না। তাই আমার ধারণা ৯৮ ভাগ সমকামীরা বাইসেক্সুয়াল জীবন যাপন করে। যেখানে তারা প্রকাশ্যে সাধারন মানুষের মত স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সংসার করে। অন্য দিকে গোপনে সমকামিতা চালিয়ে যায়। এই ধরনের মানুষদের দ্বারা আমাদের তরুন সমাজ সমকামি দুনিয়ায় ঢুকছে । সেটা বুঝে হউক অথবা না বুঝে।যা বাংলাদেশের জন্য মোটেও ভালো কিছু নয়।

সমকামিতা কি বংশগত?

সমকামী গোষ্ঠীর মানুষরা এই দাবি করে আসছে যে সমকামিতা মূলত বায়োলজিক্যালি pre determined তথা পূর্ব থেকে নির্ধারিত, সহজাত এবং জন্মগত একটি বৈশিষ্ট্য। অথচ বাস্তবতা হল তাদের এই দাবির পক্ষে আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

একটি মানুষ যেমন জন্মগতভাবে কিংবা ডাকাত হয়ে জন্মায় না তেমনিভাবে কোন মানুষই জন্মগতভাবে সমকামী হয়ে জন্মায় না। আল্লাহ তা'য়ালা কাউকে সমকামী চরিত্র দিয়ে কখনোই সৃষ্টি করেননি বরং সমকামীরা নির্ধারিত স্বাভাবিক আচরণ কে বাদ দিয়ে বিকৃত পন্থায় তাদের চাহিদা মেটাতে চেয়েছে।

সমকামিতা (Homosexuality) একটি মানসিক রোগ । সমকামীরা মানসিক রোগী , তাদের জন্য স্বীকৃতি বা অধিকার নয় – প্রয়োজন যথাযথ চিকিৎসার । Sexual

perversion বা Psycho-sexual disorder গুলোর মধ্যে আছে- sadism (আরেকজনের ওপর টর্চার করে যৌনতৃপ্তি লাভ) , masochism (নিজেকে কষ্ট দিয়ে যৌনতৃপ্তি লাভ) , pedophilia (শিশুদের প্রতি যৌন আসক্তি) , fetishism (বস্তুর প্রতি যৌন আসক্তি) , transsexualism (নিজেকে ভিন্ন লিঙ্গের মনে করা) , transvestism (বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পড়া) , exhibitionism (নিজের যৌনাঙ্গ প্রকাশ্যে প্রদর্শনের প্রবণতা) , zoophilia (পশুর প্রতি যৌন আসক্তি) , voyeurism (অন্যের যৌনাঙ্গ দেখার আসক্তি) এবং Homosexuality (সমলিঙ্গের প্রতি আসক্তি) ইত্যাদি । এগুলো মানসিক রোগ এবং এসব থেকে সামাজিক অপরাধ পর্যন্ত ঘটে থাকে ।

যেমন স্যাডিজম প্রবণতা থেকে ধর্ষণ ও খুন হয়ে থাকে । বর্তমান বিশ্বের প্রতি আমরা যদি নজর দেই তাহলে দেখতে পাই যে, আমেরিকা, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এমন রোগ দেখা দিয়েছে এবং তারপর তা বিভিন্ন দেশে দ্রুত প্রসার লাভ করে অল্প সময়ে হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর রোগটির সংক্ষিপ্ত নাম (AIDS) ইংরেজীতে AIDS এর পুরা বাক্য হচ্ছে Accrued Immune Deficiency Syndrome. অর্থঃ শরীরের অর্জন করা সুরক্ষিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অব্যহতি বা বিলুপ্ত হওয়া। বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ আতঙ্ক সৃষ্টিকারী মরণ ব্যাধি এই এইডস, যার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। ১৯৮১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এ রোগের খবর পেলেন। বিজ্ঞানীরা এ রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন যে, এটি একটি বদমায়েশী রোগ যা শুধু মাত্র বদমায়েশদেরকে আক্রমণ করে। ডাঃ রবার্ট রেডিফিল্ড বলেন,AIDS is a sexully transmitted disease. অর্থাৎ এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ।

সারা বিশ্বের সমাজ বিজ্ঞানীসহ বিশ্বের বড় বড় ডাক্তারেরা ঐ সমস্ত ভয়াবহ যৌন সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া এবং তা দ্রুত ছড়াবার প্রধান কারণ হিসাবে সমকামিতা, বহুগামিতা এবং অবাধ বিকৃত যৌনচারকে চিহ্নিত করেছেন।

সমকামিতা বিস্তারে পশ্চিমা সংস্কৃতি

সমকামী অধিকার আন্দোলন , বা সমকামী মুক্তি আন্দোলন , নাগরিক অধিকার আন্দোলন যা সমকামী পুরুষ, নারী সমকামী, উভকামী এবং ট্রান্সজেন্ডারদের সমান অধিকারের পক্ষে।

সমকামী অধিকারের সমর্থকরা সম্মতিপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সমকামী ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত সডোমি আইন বাদ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং কর্মসংস্থান, ঋণ, ঋণ, আবাসন, বিবাহ, দত্তক নেওয়া, পাবলিক থাকার ব্যবস্থা এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সমকামী পুরুষ এবং সমকামীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অবসানের আহ্বান জানায়।

প্রকাশ্যে প্রচারণা চালানো প্রথম দলটি 1897 সালে বার্লিনে ম্যাগনাস হিরশফেল্ড (1868-1935) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রথম মার্কিন সহায়তা গোষ্ঠী, ম্যাটাচাইন সোসাইটি দ্বারা লস এঞ্জেলেসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়াও লেসবিয়ানদের জন্য, 1955 সালে সান ফ্রান্সিসকোতে সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 1946 সালে COC [“Culture and Recreation Center”]) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং Amsterdam-এ সদর দফতরে সমকামিতার একীকরণের জন্য ডাচ অ্যাসোসিয়েশন , একটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় গোষ্ঠী এবং প্রাচীনতম বিদ্যমান সমকামী অধিকার সংস্থা।

এরই ধারাবাহিকতায় 1969 সালে নিউ ইয়র্ক সিটিতে স্টোনওয়াল বিদ্রোহের জন্য আধুনিক সমকামী অধিকার আন্দোলনের সম্প্রসারণের তারিখ দেয় , যখন স্টোনওয়াল ইন নামক একটি সমকামী বারে পুলিশের অভিযান বার পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা দাঙ্গাকে উস্কে দেয়। "স্টোনওয়াল" সারা বিশ্বের শহরগুলিতে অনুষ্ঠিত সমকামী গর্ব উদযাপনের সাথে বার্ষিক স্মরণীয় হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক লেসবিয়ান এবং গে অ্যাসোসিয়েশন (1978 সালে প্রতিষ্ঠিত), যার সদর দপ্তর ব্রাসেলসে, মানবাধিকারের জন্য এবং সমকামীদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের বিরোধিতা করে। যদিও আন্দোলনটি পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকায় সবচেয়ে শক্তিশালী, সারা বিশ্বের অনেক দেশেই সমকামী

অধিকার সংগঠন রয়েছে। 21 শতকের গোড়ার দিকে সমকামীদের অধিকার আদায়ের সমর্থকদের দ্বারা উত্থাপিত প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে ছিল ঘৃণা-অপরাধ নির্মুল আইন পাস এবং সমকামীদের বিবাহ, সন্তান দত্তক নেওয়া এবং সামরিক বাহিনীতে প্রকাশ্যে সেবা করার আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

“ পশ্চিমা দেশসমূহ এ অভিশপ্ত কাজের প্রসাদ ধুমধামের সাথেই করছে। **১৯৪৮** সালে কিনসে ও তার সঙ্গীগণ কর্তৃক তৈরিকৃত রিপোর্টে, **১২** হাজার পুরুষের উপর চালানো পরীক্ষার ফলাফলে জানতে পারা যায় যে পরীক্ষিত আমেরিকান পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশই জীবনে একবার হলেও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছে ৪% আমেরিকান পুরুষই নারীদের চিন্তা ব্যতিরেকে আজীবন পুরুষের প্রতি আসক্ত ছিল। রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে ৭৭% ছেলেরা সমকামীতাকে পছন্দ করে (Islam and sex, page- 84)

প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থানে আছে ইরান। তাদের কাব্য চর্চাতে সমকামিতা প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত, পাকিস্তান এমনকি আফগানিস্তানের মতো পবিত্র ভূমিতেও সমকামিতার বিষ বাষ্প ছড়িয়েছে। [রেফারেন্স : অভিশপ্ত রংধনু - ড: শামসুল আরেফিন শক্তি]”

বাংলাদেশে সমকামিতার ভয়াল থাবা...

বাংলাদেশের সমকামিতার প্রসার দিন দিন বেড়েই চলছে যা বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত পর্যায়ে চলে এসেছে। বাংলাদেশে আত্মস্বীকৃত সমকামী সংগঠনের অন্যতম প্রধান হলো “BOB” যা ২০০২ সালে হয় এবং এর উদ্যোক্তা হলেন আত্মস্বীকৃত সমকামী তানভীর আলম।

উক্ত সংগঠনটির মূল কথা হল -

#ভালোবাসা মানুষের আবেগীয় অনুভূতি যা কোন আইন দিয়ে বাধা যায় না

অদ্ভুত তারাই যারা কাউকে ভালবাসতে জানে না

#বৈষম্য নয় বৈচিত্র কে ধারণ করুন

তবে বাংলাদেশের সংবিধানের #৩৭৭ ধারা নামে পরিচিত আইনটি সমকামিতার বিপক্ষে। এ আইনে বলা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন পুরুষ, কোন নারী বা কোন জন্তুর সাথে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে একান্ত বাস করলে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের দন্ডিত হবেন এবংঅর্থ দন্ডে দণ্ডিত হবেন।

বাংলাদেশে স্বাভাবিক যৌন মিলন ছাড়া বাকি সব ধরনের যৌনতা বেআইনি। এই সেকশনে ওয়ার্ডিং বেশ ব্যাপক হলেও এটি ছিল সমকামিতার ব্যাপারে লিখিত একটি সংবিধান যা পাশের দেশ ভারতের আদালতে এই সেকশন #৩৭৭ টিকেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশকেও এই সেকশনটিকে বাতিল করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। [রেফারেন্স: অভিশপ্ত রংধনু - ড: শামসুল আরেফিন শক্তি]

কিছু সত্য ঘটনা

সমকামিতা মহামারি রূপ ধারণ করেছে। পৃথিবীর আদিমতম একটি ব্যাধি হচ্ছে এই সমকামিতা। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে সমকামিতার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সভ্য জগতে মানুষ কেন এরকম পশুবৃত্তিক কাজে লিপ্ত তা আমার বোধগম্য নয়। অনেকবার ভেবে দেখেছি এই ভয়াবহ বিষয়টিকে নিয়ে। বিয়ামে একটা ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলাম। সেখানে কিশোর-কিশোরীদের যৌন হয়রানিমূলক একটি সেশন ছিল। ভীষণ অবাক হলাম এটা ভেবে যে, কিশোরীরা বাড়িতে যৌন হয়রানির স্বীকার হয় কিন্তু কিশোররা কিভাবে হয়! আলোচনার গভীরে প্রবেশ করে জানলাম ভয়াবহ সব তথ্য। একটি বেসরকারি সংস্থার জরিপে উঠে এসেছে অনেক অজানা তথ্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একশত জন পুরুষের ওপর জরিপ চালানো হয় টাঙ্গাইল জেলায়। জরিপে অংশ নেয়া লোকগুলোর বয়স ২০ থেকে ৪০ এর ভেতরে। তারা জানিয়েছে তাঁদের ছেলেবেলার ভয়াবহতম যৌন হয়রানিমূলক ঘটনা।

তারা যাদের দ্বারা যৌন হয়রানির স্বীকার হয় তারা তাঁদের ঘরের মানুষ। এরা হচ্ছেন-মামা, চাচা, খালু, পিতামহ, খালা, চাচি বাড়ির কাজের লোক/মহিলা, বাড়ির গাড়ি চালক প্রমূখ ব্যাক্তি। এতে দেখা যাচ্ছে তারা শুধুমাত্র নারীদের দ্বারা নয় সমকামিতার শিকার হয়েছেন ঘরের মানুষ দ্বারা।
নিচে কয়েকটি সত্য ঘটনা কেস স্টাডির মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো ।

কেস স্টাডি ১

বছর খানিক আগে আমার সমবয়সী এক বন্ধুর (তার নাম সাইফ, হোটেল ম্যানেজমেন্টে পড়াকালীন সময়ের একটি ঘটনা) মুখ থেকে শোনা –

আমাদের ইন্সটিটিউট থেকে আমাদেরকে একবার হোটেল রেডিসনের একটি প্রোগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমরা নানান বিষয়ে অনুশীলনে ব্যাস্ত ছিলাম। আগত অতিথিদের মধ্যে অনেকের সাথেই পরিচয় হয়। কানাডায় বাস করা এক বাংলাদেশী ভদ্রলোকের সাথে পরিচিত হয়ে বেশ ভাল লাগল। এ কথা সে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভদ্রলোকের অদ্ভুত এক প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! লোকটি আমাকে রীতিমত একটা লোভনীয় প্রস্তাব দিল কানাডাতে খুব সহজেই কিভাবে আমি যেতে পারি সে ব্যাপারে। বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলাম। কিন্তু লোকটি এমন এক কুৎসিত প্রস্তাব দিল যে তাতে করে মেজাজ পুরো চটে গেল। লোকটির প্রস্তাবটা ছিল এরকম- 'আপনি একটা বিশেষ গ্রুপ/সংগঠনের সাথে কাজের সুযোগ পাবেন। আপনাকে আমরা বিভিন্ন হোটেল বা বাড়িতে পাঠাব। আপনি সেখানে পুরুষদের সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হবার সুযোগ পাবেন। আমাদের সংগঠনে এরকম অনেক নারী/পুরুষ আছে যারা সমকামিতাকে উপভোগ করে এবং এটা তাঁদের কাছে চমৎকার একটি পেশা মূলক কাজ। এটা খুবই নিরাপদ। কোন প্রকার ঝুঁকি নেই। আপনি যদি মেয়েদের সাথে

মিলিত হোন তবে কত প্রকার ঝামেলা পোহাতে হয় তার হিসেব নেই। সমকামি হলে অনেক সুবিধা। আপনি প্রতিটি আউটগোয়িং এ মোটা অঙ্কের টাকা পাবেন।'

মাথাটা এমন গরম হল কথাগুলো শুনে। আমি বেশ শান্ত কণ্ঠে বললাম- আমি স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে যাব আর আমার পুরুষদের সাথে নয় বরং মেয়েদের সাথে শারীরিকভাবে মিলিত হতেই বেশি ভাল লাগবে বলে আশা করি।

কেস স্টাডি ২

একদিন এক বন্ধু (বন্ধুর নাম মুন্না, ব্যবসায়ী) ফোন করে জানাল তার এক মহা ঝামেলায় কথা। সে যা বলল-

কয়েকদিন হল একটা ছেলে আমাকে ফোন করে খুব ডিস্টার্ব করে। তার কথা বার্তা শুনলে মনে হয় যেন সে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে। ছেলে হয়ে আর একজন ছেলেকে কিভাবে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছে তা আমার বোধগম্য হল না। খুবই অবাক হলাম। সে আসলে কি চায় এটা বোঝার জন্য তাকে আমার অফিসে আসার আমন্ত্রণ জানালাম। আর ভুলটা করলাম তখনই। সে আমার অফিসে এলো এবং আমাকে ইনিয়ে বিনিয়ে সমকামিতার প্রস্তাব দিতে লাগল। তাকে এক প্রকার বাধ্য হয়ে অফিস থেকে বের করে দিলাম। এর পরেও বেশ কয়েকবার অফিসে আসে সে। সেই সাথে ফোনতো করেই যাচ্ছে। অবশেষে তার ফোন নাম্বার ব্লক করে দিয়ে অফিস অন্যত্র নেবার চিন্তা-ভাবনা করলাম। বলাতো যায় না সে আবার আমার ইমেজ নষ্ট করার জন্য কি না কি করে বসে।

কেস স্টাডি ৩

সমকামীরা শুধুমাত্র কম বয়সীদের টার্গেট করে না বয়স্কদেরও তারা কুপ্রস্তাব দেয়। মুস্তাফিযুর রহমান (ছদ্মনাম), পেশায় সাংবাদিক, লেখক এবং কলামিস্ট। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ছেলের পড়া কালীন সময়ে তার কম্পিউটারে বসে কয়েক ঘন্টার অবসর কাটান। ফেসবুক, ইয়াহু আর স্কাইপের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে থাকা সহকর্মী-বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেন। বেশ ভাল লাগে তার। একদিন ফেসবুকে অল্পবয়সী একটা ছেলে তার ফ্রেন্ড লিস্টে এড হল। ভাল ছেলে মনে করে ছেলেটির অনুরোধে প্রথম দিনই মুস্তাফিজ সাহেব তাকে তার ইয়াহুতে এড করে নিলো। ঘটনার শুরু এবং শেষ এখানেই। ছেলেটি তার নিজের ওযেব ক্যাম থেকে তাকে দেখার অনুরোধ করায় ভদ্রলোক ক্যাম ইনভাইট একসেপ্ট করে ভয়াবহ দৃশ্যের স্বীকার হলেন। ছেলেটি তার মুখ না দেখিয়ে তার বিশেষ অঙ্গের দিকে ক্যাম ধরে রেখে নানান কৌশল দেখাতে লাগল। মুস্তাফিজ সাহেব ভরকে গিয়ে ক্যাম বন্ধ করে দিলেন এবং আশে-পাশে দেখলেন তার স্ত্রী কিংবা ছেলে-মেয়েরা কেউ দেখে ফেলল কিনা। ছেলেটি আবারো ক্যাম ইনভাইট করল। মুস্তাফিয সাহেব একসেপ্ট করলেন এবং আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ছেলেটি তাকে বিভিন্ন কথাও লিখল অনলাইনে সমকামি সেক্সে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে। অবশেষে বাধ্য হয়ে ছেলেটিকে ব্লক করে দিয়ে সে যাত্রায় তিনি রক্ষা পেলেন।

কেস স্টাডি ৪

সাইফুল ইসলাম (ছদ্মনাম), পেশায় আইনজীবী এবং একজন নাম করা রাজনীতিবিদ। স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। বর্তমানে তিনি একা থাকেন। অবসর সময় কাটান বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে এবং অনলাইনে। খুবই স্পষ্টবাদী মানুষ। তার নিজের সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে নির্বিকারভাবে নিজের ব্যাপারে সত্য কথা বলতেই তিনি পছন্দ করেন। আর এতে করে তার দিকে ছোখ পড়েছে বেশ

কিছু সমকামীদের। প্রায়শই তিনি ফেসবুকে সমকামিতার প্রস্তাব পান। এমনকি তার প্রোফাইলে সেল নাম্বার থাকায় অনেকেই তাকে ফোন করে সমকামি হবার আহ্বান জানায়। তাঁদের প্রস্তাবনার ভাষাগুলো এরকম-

'আমি আপনার সাথে একান্তে কিছু সময় কাটাতে চাই। আপনাকে চুমু দিতে দিতে অনেক আদর করব। সারা রাত ধরে আমরা দু'জন দুজনকে জড়িয়ে ধরে রাখব। আমরা বেড়াতে যাব; একসাথে বসে বাদাম খাব। আই লাভ ইউ...'

ভদ্রলোক রীতিমত অতিষ্ট। তিনি ফোন নাম্বার বদলানোর চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন।

(সংগৃহীত)

ইসলাম ধর্মে সমকামিতা

ইসলাম ধর্মে সমকামীতা সম্পূর্ণ হারাম।এবং এই ব্যাপারে কোরআনের অনেক আয়াতে বর্ণনা দেয়া আছে।যদিও কোরআনে এই কাজের শাস্তির ব্যাপারে সাজা কি হবে তার স্পষ্ট কিছু বলা নাই তবে অনেক হাদীসে শাস্তির বিভিন্ন বর্ণনা আছে।আমি কিছুটা লিখতেছি আপনাদের কাছে তথ্য থাকলেও আমায় জানাবেন।কোরআনে বর্ণিত

"আর আমি লূতকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছিলাম। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ? তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। তোমরা নিশ্চিতই সীমালঙ্ঘনকারী।" (সূরা আরাফ ৭ : ৮০-৮১)পরবর্তী আয়াতে তাদের উপর শাস্তির ব্যাপারে বর্ণিত হয়

"এরপর ওদের উপর(সমকামীদের) মুষলধারে (কঙ্কর)বর্ষন করেছিলাম।অতএব অপরাধীদের পরিণতি কী হয়েছিল বুঝতেই পারছ"-(সুরা আরাফ ৭ : ৮৪)

* "সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরূষদের সাথে কুকর্ম কর?

এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" (সূরা শু`আরা- ২৬ : ১৬৫-১৬৬)

* "স্মরণ কর লূতের কথা, তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন, তোমরা স্বজ্ঞানেই অশ্লীল কাজ করছ? তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। উত্তরে তাঁর কওম শুধু এ কথাটিই বললো, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম।আমি ওদের উপর (শাস্তি স্বরূপ কঙ্কর)বর্ষন করেছিলাম" (সূরা নামল ২৭ : ৫৪-৫৮)

"আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্রাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা লুতের জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা অপরাধী।" (সূরা আনকাবুত ২৯: ৩১)

"যখন আমার ফায়সালা কার্যকর করার সময় এলো,তখন ঐ জনপদকে উল্ঠে দিলাম এবং অবিরাম বর্ষিত হলো প্রস্তর কঙ্কর ,যা সবই চিহ্নিত ছিলো আগে থেকেই।

হাদিসে সমকামীতার কি বর্ণনা আছে তাঁর আংশিক দিতেছি।

"ইবনে আব্বাস বলেন (রাঃ), রাসুল (স) বলেছেন, তোমরা যদি কাউকে পাও যে লুতের সম্প্রদায় যা করত তা করছে, তবে হত্যা কর যে করছে তাঁকে আর যাকে করা হচ্ছে তাকেও।" (আবু দাউদ ৩৮:৪৪৪৭)

"আবু সাইদ আল খুদরী(রাঃ) বলেন, রাসুল (স) বলেছেন, একজন পুরুষ আরেক পুরুষের যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক নারী আরেক নারীর যৌনাঙ্গ দেখবে না। এক পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে অন্তত অন্তর্বাস না পরে একই চাদরের নিচে ঘুমাবে না। এক নারী আরেক নারীর সাথে কখনও অন্তত অন্তর্বাস না পরে একই চাদরের নিচে ঘুমাবে না।" (আবু দাউদ, ৩১: ৪০০৭)

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স) বলেন, এক পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে বা এক নারী আরেক নারীর সাথে ঘুমাতে পারবে না লজ্জাস্থান ঢাকা ব্যতীত। তবে ব্যতিক্রম করা যাবে, শিশু আর পিতার ক্ষেত্রে... রাসুল (স) ৩য় আরেকজনের কথা বলেছিলেন কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি।" (সুনানে আবু দাউদ, ৩১: ৪০০৮)

"জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স) বলেছেন, আমি আমার কওমের জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আশঙ্কা করি সেটা হল লুতের কওম যা করত সেটা যদি কেউ করে... " (তিরমিজি, ১৪৫৭)

"ইবনে আব্বাস বলেন, অবিবাহিত কাউকে যদি সমকামিতায় পাওয়া যায় তাহলে তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে।" (আবু দাউদ, ৩৮:৪৪৪৮)

"যে কাউকে লুতের কওমের মতো করতে দেখলে যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে দুজনকেই হত্যা কর।" (তিরমিজি ১:১৫২)

মুয়াত্তা শরীফের হাদিসে এর শাস্তি বলা আছে পাথর মেরে হত্যা।

"ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স) বলেছেন, অভিশপ্ত সে যে কিনা কোন পশুর সাথে যৌনকর্ম করে, আর অভিশপ্ত সে যে কিনা সেটা করে যা লুতের সম্প্রদায় করত।" (আহমদ:১৮৭৮)

"ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আলী (রা) তাঁর সময়ে ২ জন সমকামীকে পুড়িয়ে দেন।আর আবু বকর(রা) তাদের উপর দেয়াল ধ্বসিয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬৫, প্রস্তাবিত শাস্তি)।

কোরআানের প্রায় চৌদ্দ জায়গায় সমকামীতার কথা উল্লেখ থাকলেও এর শাস্তির বিধান কেবল আল্লাহর হাতেই।কারন কোন আয়াতেই বর্তমান সমাজে সমকামীদের কি শাস্তি সমাজ দিবে সেই ব্যাপারে আলোকপাত হয়নি তবে তিনি তাদের উপর পূর্বে কি শাস্তি দিয়েছিলেন তাঁর বর্ণনা আছে।কোরআনের সমকামীতার ব্যাপারে যে আয়াতগুলো তা অনেকটা উভকামীতার উপর।যেমন লুত সম্প্রদায় তাদের বউদের রেখে সমকাম করতো পুরুষদের সাথে।

ইসলাম ধর্মে এই কাজ(সমকামীতা) পুরোপুরি হারাম। তবে ইসলামী আইন ব্যাখ্যাকারী চার ইমাম সমকামিতার শাস্তি কি হবে তা নিয়ে একমত হতে পারেন নি। ইমাম আবু হানিফা সমকামীদের শাস্তির বিধানের ব্যাপারে হত্যা করার হাদীস গ্রহন করেন নি।অবস্থা পর্যালোচনা করে শারীরিক শাস্তি দেয়ার পক্ষে,অর্থদন্ড হতে পারে। ইমাম আবু বকর আল জাসাস বলেন, সমকামীদের হত্যা করার ব্যাপারে যে দুটি হাদিস আছে তা গ্রহনযোগ্য নয় এবং উক্ত হাদিস অনুসারে তাদেরকে কোন বৈধ শাস্তি দেয়া যেতে

পারে না। তিনি এই হাদিস টি কে ভিত্তি হিসেবে ধরেন, "Muslim blood can only be spilled for adultery, apostasy and homicide"।

ইমাম হাম্বলী এগুলোর বিরোধিতা করেন এবং সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন।

ইমাম শাফী মৃত্যুদন্ডের পক্ষে মত না দিলেও অর্থ দন্ডের দিকে মত দেন।

সবকিছুর সার কথা হলো কেউ পাপ করার পর সংশোধীত হয়ে গেলে এক রকম শাস্তি আর পাপের উপর অবিচল থাকলে কঠোর শাস্তি।

অন্যান্য ধর্মে সমকামিতা

তিনটি ধর্মে সমকামীতার ব্যাপারে আলোচনা আছে এবং ওই তিনটি ধর্মে সমকামীতা পাপ ।

ধর্ম তিনটি হলো ইসলাম, খ্রিষ্টান,ইহুদী।

বাকী যত ধর্ম আছে সেখানে সমকামীতার ব্যাপারে নিষিদ্ধ,বা প্রসিদ্ধতার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়নি।অর্থ্যাৎ এটাকে পাপ বা পূণ্য কিছুই বলা হয় নি।

১.খ্রিস্টধর্ম

বাইবেলে সমকামীতার আলোচনা তেমন ব্যাপক না হলেও আংশিক যা এসেছে তার সারমর্ম।

সমকামীতা একরকমের পাপ (আদি পুস্তক ১৯:১-১৩; লেবীয় ১৮:২২; রোমীয় ১:২৬-২৭; ১ করিন্থীয় ৬:৯) রোমীয় ১:২৬-২৭ পদ সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া এবং তাঁকে অস্বীকার করার ফলস্বরূপ সমকামিতার শাস্তি দেওয়া হয়েছে। লোকেরা যখন অবিশ্বাসের কারণে পাপ করতেই থাকে, তখন ঈশ্বর "লজ্জাপূর্ণ কামনার হাতে" তাদের ছেড়ে দেন যেন তারা আরও জঘন্য পাপে ডুবে যায় এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে থাকার ফলে নিস্ফল ও নৈরাশ্যের জীবন অনুভব করতে পারে। ১ করিন্থীয় ৬:৯ পদে বলা হয়েছে যে, যারা সমকামিতায় "দোষী", তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাবে না।

ঈশ্বর সমকামিতার মনোভাব দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেন নাই। পবিত্র বাইবেল বলেছে, লোকেরা পাপের কারণে সমকামী হয় (রোমীয় ১:২৪-২৭) এবং এটা তাদের নিজেদের পাপপূর্ণ ইচ্ছার পরিণতি। একজন ব্যক্তি সমকামিতার মত এমন সংবেদনশীল অনুভূতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে; যেমন কেউ কেউ আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে এবং

অন্যান্য পাপস্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার মানে কিন্তু এ-ই নয় যে, ঐ ব্যক্তি তার পাপ স্বভাবের অধীনে নিজেকে চালাচ্ছে বলে তাকে ক্ষমা করা যায়। যদি কোন ব্যক্তি রাগ বা উগ্রতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তাকে কি ঐরকম ইচ্ছার অধীনে থাকতে দেওয়া যায়? অবশ্যই দেওয়া যায় না! সমকামিতার ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা বলা যায়।

যাইহোক্, বাইবেল কিন্তু সমকামিতাকে অন্যান্য পাপের চেয়ে “বড়” বলে বর্ণনা করে নাই। ১ করিন্থীয় ৬:৯-১০ পদে যে পাপগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সমকামিতা হচ্ছে সেগুলোর একটি, যা কিনা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে একজনকে দূরে রাখে। বাইবেল অনুসারে- ব্যভিচারী, প্রতিমা পূজক, খুনী, চোর ইত্যাদির মতই সমকামীও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা পাবার সুযোগ পেতে পারে। তবে যারা যীশুকে উদ্ধারকর্তা বলে বিশ্বাসে গ্রহণ করেছে, তাদের সকলকেই সমকামিতা সহ সকল পাপের উপরে বিজয়ী হবার শক্তি দিতে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন (১ করিন্থীয় ৬:১১; ২ করিন্থীয় ৫:১৭; ফিলিপীয় ৪:১৩)।

২. ইহুদি ধর্ম

সমকামিতার উপর ইহুদি ধর্মের মনোভাব জানা যায় তোরাহ গ্রন্থে।তোরাহ হচ্ছে হিব্রু বাইবেলের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থ। যদিও ইসলাম ধর্মে যে তওরাত গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে সেটা এই তোরাহ গ্রন্থ নয়। কারন মূল তোরাহ গ্রন্থ বিকৃত হয়ে গেছে। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে , " একজন পুরুষের অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে নারীগমনের মত গমন করা উচিত নয় এবং এটা একটি ঘৃণিত কাজ। " (লেভিকটাস ১৮:২২) । অধিকাংশ ইহুদি ধর্ম ব্যাখ্যা কারী গন , এই জঘন্যতম কাজের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডকে ইহুদি রাব্বীগণ সমর্থন করেন না।

অর্থোডক্স জুদাইজম বা ইহুদিবাদে সমকামি কার্যকলাপ কে পাপ হিসেবে গন্য করা হয়।কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বলা হচ্ছে তোরাহ তে শুধুমাত্র পায়ুকাম বা এন্যাল

সেক্স কে জঘন্য কাজ হিসেবে বলা হয়েছে কিন্তু সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশান এবং সেক্সুয়াল এক্টিভিটিসের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি।১৯৯০ এর দিকে কনজারভেটিভ জুদাইজম বিভিন্ন রাব্বীগনের মতামতের উপর জরীপ চালিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত সক্ষম হন । এর ফলে তারা সমকামি ইহুদিদের কে সিনাগগে প্রবেশাধিকার দেয়। এবং সিভিল ল ও জনসাধারন যাতে কোন বৈষম্য না করে সেজন্য তারা প্রচারনা চালায়।কিন্তু ধর্মীয় প্রয়োজনে তারা পায়ুকামের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে।

উত্তর আমেরিকার রিফর্ম জুদাইজম এবং রিকনস্ট্রাকশানিস্ট জুদাইজম ও যুক্তরাজ্যের লিবারেল জুদাইজম হেটারোসেক্সুয়ালিটির মত হোমোসেক্সুয়ালিটিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহন করেছে।

ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ও এর সূচনা

বর্তমান বিশ্বে ট্রান্সজেন্ডারবাদ নামে নতুন একটি উদ্ভট মতবাদের সূচনা হয়েছে। যার মূল প্রতিপাদ্য হল, একজন পুরুষের যদি নিজেকে নারী বলে মনে হয় ,তাহলে সে নারী। অনুরূপ কোনো নারীরও যদি নিজেকে পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। সমাজ ও আইন তাদেরকে সে হিসেবেই বিবেচনা করবে। আর তারা চিকিৎসার মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন করারও অধিকার রাখে।

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত যৌনাঙ্গ দিয়ে লিঙ্গ নির্ধারিত হয় না। বরং লিঙ্গ একটি সামাজিক ধারণা। কোনো নারী যদি নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে, তাহলে সে একজন পুরুষ। আবার কোনো পুরুষ যদি নিজেকে নারী বলে মনে করে, তাহলে সে মূলত একজন নারী।

'ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ' (Transgenderism) বারূপান্তরকামীতাকে অনেকে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' বা লিঙ্গ পরিচয় মতবাদও বলে থাকেন।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ বলে, কোন নারীর নিজেকে যদি পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ। যদিও তার মাসিক হয়, সে গর্ভবতী হয়, শারীরিকভাবে সে হয় ১০০% সুস্থ। নিজেকে পুরুষ মনে করা নারী যদি সন্তানের জন্ম দেয়, তাহলে সেটা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ভ্রান্তির প্রমাণ না।

বরং ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের চোখে এটাইপ্রমাণ করে যে, 'পুরুষও সন্তান জন্ম দিতে পারে ' !এই মতবাদ অনুযায়ী কোনো বালকের যদি 'মনে হয়' সে বালিকা অথবা কোনো বালিকার যদি মনে হয় সে বালক, তাহলে এই 'মনে হওয়া' র ভিত্তিতে সেই বালক কিংবা বালিকাকে চাহিবামাত্র হরমোন ট্রিটমেন্ট আর বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে কাটাকুটি করে নিজের শরীরকে বদলে ফেলার 'অধিকার' দিতে হবে।তার এই 'মনে হওয়া' র চিকিৎসা করা যাবে না, বরং বদলে দিতে হবে শরীরকে।

বে পুরুষ বলে, আইনী ও সামাজিকভাবে। মানুষ ইচ্ছেমতো পোশাক পরবে, ইচ্ছেমতো ওষুধ আর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বদলে নেবে নিজের দেহকে। আর কেউ যদি অস্ত্রোপচার না করেই নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের বলে দাবি করে, তাও মেনে নিতে হবে মুখ বুজে। রাষ্ট্র ও সমাজ কোনো বাধা দিতে পারবে না, বরং 'সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী' হিসেবে এ ধরনের মানুষকে দিতে হবে বিশেষ সুবিধা। সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদম ছোটবেলা থেকে সবাইকে শেখাতে হবে যে, মানুষের মনটাই গুরুত্বপূর্ণ; দেহ না।

এই মতবাদ আজ শেখানো হচ্ছে পশ্চিমের স্কুলগুলোতে। প্রবল আগ্রহে এইমতবাদকে গ্রহণ করে নিয়েছে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো। মধ্যপন্থী থেকে শুরুকরে বামপন্থী, সব রাজনৈতিক দল ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই মতবাদ প্রচারকরে চলছে উগ্রভাবে। অ্যামেরিকার রাষ্ট্রপ্রধানের এক্সিকিউটিভ নির্দেশ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পলিসিও ঠিক হচ্ছে নতুন এই মতবাদের আলোকে। এই মতবাদের উপর ভিত্তি করে আইন তৈরি হচ্ছে এবং এই মতবাদ শেখানো হচ্ছে শিশুদের ক্লাসরুমে। এই বিচিত্র আদর্শকে উপস্থাপন করা হচ্ছে নাগরিক ও মানবাধিকারের প্রশ্ন হিসেবে।

মানবাধিকারের নামে সারা বিশ্বজুড়ে এই মতবাদ ফেরি করে বেড়াচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব এবং জাতিসংঘ। বিলিয়ে বেড়াচ্ছে বিপুল অর্থ। ফলে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে পাকিস্তানের আদালতের রায়েও ঢুকে পড়েছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বক্তব্য এতোটাই বিচিত্র, এতোটাই বিদঘুটেযে প্রথম শোনার পর কেউ বিশ্বাসই করতে পারে না আদৌ এমন কোনো মতবাদ থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন হয়তো কোনো কারণে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মূলত ১৯৯০ সালের পর থেকে ট্রান্সজেন্ডার তথা জেন্ডার আইডেন্টিটি শব্দটি একটি গোষ্ঠী বা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা নন-বাইনারি ও এলজিবিটি-এর

সমার্থক শব্দ। ১৯৬৫ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাইক্রিয়াটিস্ট প্রফেসর John F. Oliven ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। এটা (Transsexualismus) জার্মান শব্দ হিসেবে ১৯২৩ সালে প্রথম প্রবর্তন হয়। এরপর এই শব্দের বিবর্তন ঘটে Transsexual হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ছিল। শুরুর দিকে ট্রান্সজেন্ডার বলতে যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করতে হরমোন ও সার্জারির আশ্রয় নিত, তাদেরকে বোঝানো হত। ট্রান্সজেন্ডারের সংজ্ঞা এখন অনেক ব্যাপক; এমনকি যারা ক্রসড্রেসার (যারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণকারী অর্থাৎ ছেলে যদি মেয়েদের ড্রেস পরতে আকর্ষিত হয়)।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এটা বর্তমানে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা মেডিক্যাল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে না; মনের ইচ্ছাধীন বিষয়। অর্থাৎ যে কেউ যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিতে পারে। যেদিন থেকে কারো মনে হয় যে, সে জন্মগত লিঙ্গ এর মানুষ নয় বরং বিপরীত লিঙ্গের একজন।

হয়তো এটা তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের অধিকার নিয়েকোনো আন্দোলন।

#হয়তো এটা মানবিক বিবেচনা আর অধিকারের বিষয়।

#হয়তো লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চাওয়া, নিজেদের বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দেওয়া মানুষের শারীরিক কোনো সমস্যা আছে।

[রেফারেন্স : ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ - আসিফ আদনান]

কতিপয় ট্রান্সগন্ডার...

ব্রুস জেনার: ১৯৪৯ সালে জন্ম নেওয়া অ্যামেরিকান ক্রীড়াবিদ এবং বিশ্বরেকর্ড করা অলিম্পিক গোল্ড মেডালিস্ট। খেলাধুলা থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্যবসা আর বিনোদন জগতে সফল ক্যারিয়ার গড়ে তোলে ব্রুস জেনার। নাম করেছিল কার রেসিংয়েও। তিন বিয়ে থেকে মোট ছয় সন্তানের বাবা সে। ২০১৫ সালে নিজেকে নারী ঘোষণা করে ব্রুস জেনার। বলে, এখন থেকেতার নাম ক্যাইটলিন। সেই সময়টাতে 'ক্যাইটলিন' ছিল সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল ট্র্যান্সজেন্ডার। তার রূপান্তরের ঘটনা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় মিডিয়াতে।

কামাল হোসেন: কামাল হোসেন শিশির যিনি শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেকে তাসনুভা আনানে তথা একজন ট্রান্স ওম্যানে রূপান্তরিত করেছেন । কামাল হোসেন তথা তাসনুভার জন্মস্থান বাংলাদেশের বাগেরহাটে। ২০১৪ সাল থেকে তিনি ঢাকায় এসে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। ২০০৬ সাল থেকে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেও কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম রুপান্তরকামী সংবাদ পাঠিকা।

জেইমস প্রিটকার: অ্যামেরিকার সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর একটা হলো প্রিটকার পরিবার। বিখ্যাত হায়াত হোটেল, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি বানানো ও সাপ্লাই, অস্ত্র বানানোসহ বিভিন্ন ব্যবসার মালিক তারা। মোট কতো টাকা আছে নিজেরাও ঠিকঠাক জানে কি না সন্দেহ। এই বিলিয়নেয়ার ইহুদী পরিবারের সন্তান জেইমস প্রিটযকার মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে অবসর নেয় ২০০১ সালে। দুইবার বিয়ে করা জেইমস প্রিটযকার এক মেয়ে আর দুই ছেলের বাবা। ২০১৩ সালে

৬৩ বছর বয়সে ভদ্রলোক নিজেকে নারী ঘোষণা করে এবং আইনীভাবে নিজের নাম পরিবর্তন করে। তার নতুন নাম জেনিফার।

‘জেনিফার’ প্রিটকারকে প্রথম ট্র্যান্সজেন্ডার বিলিয়নেয়ার বলা হয়। জেনিফার প্রিটকার এবং তার পরিবার ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের অর্থায়নের পেছনে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড়দের অন্যতম। এই অ্যাজেন্ডার প্রসারের পেছনে সবচে’ বেশি টাকা ঢালা প্রতিষ্ঠানের লিস্ট করা হলে প্রিটকারের গড়ে তোলা টাওয়ানি ফাউন্ডেশানের নাম থাকবে প্রথম তিনের মধ্যে।

রিচার্ড লাভিন: রিচার্ড লাভিন। জন্ম **১৯৫৭** সালে, ধনী ইহুদী পরিবারে। পড়াশোনা করেছে ম্যাসাচুসেটসের এক অভিজাত বয়েজ স্কুলে। তারপর হার্ভার্ড আর টুলেইন ইউনিভার্সিটিতে থেকে নিয়েছে উচ্চতর ডিগ্রি। ডাক্তার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা রিচার্ড ছিলেন অ্যামেরিকার পেন স্টেইট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু রোগ ও মানসিক রোগের প্রফেসর। **১৯৮৮** সালে বিয়ে করা রিচার্ডের আছে দুই সন্তান। কিন্তু **২০১১** সালে দুই বাচ্চার বাপ, ৫৪ বছর বয়সী রিচার্ডঘোষণা করে, সে আসলে একজন নারী। নতুন নাম নেয় র‍্যাইচেল। সরকারী সব ঘোষণায় বলা হয় লাভিন অ্যামেরিকার জনস্বাস্থ্য বাহিনীতে কাজ করা প্রথম ফোর-স্টার ‘নারী অফিসার’।

শারমিন আক্তার ঝিনুক : এই নারী শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ। কিন্তু অন্য ‘নারী প্রতি আকৃষ্ট’ হবার কারণে ‘নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত’ হয়েছেন তিনি। নতুন নাম নিয়েছেন জিবরান সওদাগর। তার ভাষায়, ‘আমি ছিলাম নারী। মাসিক হওয়াসহ সবকিছুই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যত বড় হচ্ছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আমি অন্য ছেলে বা পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে নারীর প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছি। স্কুলড্রেসের ওড়না পরতে বা মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালো লাগতো না। একটা সময় একজন মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক হয়। চার বছর সম্পর্কছিল। কিন্তু সেই মেয়ে

চলে যাওয়ার পর মনে হয়, আমি পুরুষ হলে তো ও এভাবে চলে যেতো না। জিবরান বলেন, ২০২১ সালে তিনি ভারত থেকে স্তন ও জরায়ু কেটে ফেলা, পুরুষাঙ্গ পুনঃস্থাপনসহ মোট তিনটি বড় অস্ত্রোপচার করেছেন। এতে খরচ হয়েছে প্রায় সাত লাখ টাকা।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের ভয়াবহতা

মহিলা কারাগারে গর্ভবতী দুই কয়েদী: বিচিত্র এ ঘটনা ঘটেছে অ্যামেরিকাতে। ২০১১ সালে হত্যার দায়ে ত্রিশ বছরের জেল হয় ডেমিট্রিয়াস মাইনর নামের এক যুবকের। ৯ বছর জেলে খাটার পর হঠাৎ করে নিজেকে নারী দাবি করতেশুরু করে সে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের বিষে আচ্ছন্ন অ্যামেরিকান বিচারব্যবস্থা এ দাবি মেনে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দেয় এক মহিলা কারাগারে। কারাগারে নারীদের সাথেই এক সাথে রাখা হয় আপাদমস্তক পুরুষ ডেমিট্রিয়াসকে। ফলে যা হবার তাই হয়, ডেমিট্রিয়াসের সাথে শারীরিক সম্পর্কের জের ধরে গর্ভবতী হয়ে পড়েদুই নারী কয়েদী। এ ঘটনার পর ডেমিট্রিয়াসকে আবারো পাঠানো হয় পুরুষদের কারাগারে।

ভারতে সন্তানের জন্ম দিলেন কেরালার ট্র্যান্স দম্পতি: প্রতিবেশী দেশের এ ঘটনা নিয়ে প্রচুর মাতামাতি হয়েছে মিডিয়াতে। দেশী মিডিয়াও এ ঘটনা নিয়েপ্রতিবেদন করেছে খুব আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু মিডিয়ার বক্তব্য শুনলে পুরো বিষয়টা তালগোল পাকিয়ে ফেলার সম্ভাবনা আছে। প্রতিবেদনগুলোর ছবিতে দেখবেন পুরুষালী পোষাক আর চুলের ছাঁটের একজনকে মা বলা হচ্ছে, আর লম্বা চুলের নারীর পোশাক পরা এক ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে বাবা। সেই সাথে ক্যাপশান দেওয়া হয়েছে, ‘সন্তানের জন্ম দিয়েছে একজন রূপান্তরিত পুরুষ’, কেউ কেউ আরোআগ বাড়িয়ে বলছে, ‘ভারতে এই প্রথম মা হলেন কোনো পুরুষ।’ ঘটনা আসলে কী? মূল ঘটনা হলো, এই দম্পতির মধ্যে যিনি পুরুষ

তিনি নিজেকে নারী বলে পরিচয় দেওয়া শুরু করেছেন আর যিনি নারী তিনি নিজের পরিচয় দিচ্ছেন পুরুষ বলে। তবে পুরুষ বলে পরিচয় দিলেও শরীর যেহেতু নারীর, যেহেতু তার জরায়ু আছে, যোনী আছে, তাই তিনি সন্তান জন্ম দিয়েছেন অন্য দশজন নারীর মতোই। কোনোপুরুষ জন্ম দেয়নি। নিজেকে পুরুষ দাবি করা এক নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন। শিরোনাম পার হয়ে মূল খবরে গেলে এ তথ্যগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

(কেরালার) কোঝিকোড়ের উম্মালাথুর অঞ্চলের বাসিন্দা জিয়া পাভাল এবং জাহাদ ফাজিল। জাহাদ জন্মেছিলেন নারী হয়ে, পরে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ হয়েছেন। তবে স্ত্রী থেকে পুরুষ হওয়ার সময় জাহাদের শরীর থেকে ইউটেরাস এবং সন্তানধারণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য জননাঙ্গ বাদ দেওয়া হয়নি। তবে তার স্তন বাদ দেওয়া হয়। তাই চিকিৎসকরা তাকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি মা হতে পারবেন।

(বই : ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ-আসিফ আদনান)

২০২২ সালে ধর্ষণের শিকার ৪ হাজার ৩৬০ নারী : লাইট হাউস

দেশে ২০২২ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪ হাজার ৩৬০ জন নারী। এর মধ্যে ৪৫০ জনকে আবার ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে সারা দেশে সহিংসতার শিকার হয়েছেন ৯ হাজার ৭৬৪ জন নারী। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে সোমবার (৬ মার্চ) ‘মিডিয়া অ্যাডভোকেসি’ শীর্ষক এক সভায় এসব তথ্য জানায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা লাইট হাউস। —সময় নিউজ, ৬ মার্চ ২০২২

ডেইলি স্টার বাংলার শিরোনাম হল, ‘১০ বছরে দেশে সাড়ে ৯ হাজারের বেশি ধর্ষণ, করোনাকালে সবচেয়ে বেশি।’ মূল সংবাদে বলা হয়েছে, ‘দেশে সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৬২৭টি ধর্ষণ হয়েছে ২০২০ সালে। সে বছর দেশে করোনা মহামারি শুরু হয়।

বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চিত্র পাওয়া গেছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এই সময়ে দেশে ৯ হাজার ৬৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৩৭৯টি সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।গত ১০ বছরে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৫৭২ জনকে এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন ১০৩ জন।' —দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, ৬ নভেম্বর ২০২২

হাল আমলের ঘটনা

এবার হাল আমলের বিশ্বে ঘটে যাওয়া কিছু বিচিত্র সংবাদ দেখে নেওয়া যাক।

গত ৫ জানুয়ারি ২০২৪, কলারোয়া নিউজ-এর প্রকাশিত সংবাদ শিরোনাম—'কলারোয়ায় দুই কিশোরীর সমকামী প্রেম, বিয়ে করতে অনড়, অবশেষে আটক।' মূল সংবাদ থেকে জানা যায়, এক বিবাহিত বান্ধবীর প্রেমের টানে সাতক্ষীরার কলারোয়ার এক কিশোরীর কাছে ছুটে আসে সুনামগঞ্জের এক কিশোরী।

দৈনিক সমকালে প্রকাশিত সংবাদে আশুলিয়ার রাকিব হাসান হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও পিবিআই ঢাকা জেলার এসআই আনোয়ার হোসেন বলেন, গ্রেপ্তারের পর চম্পা ওরফে স্বপ্না জানিয়েছেন, তিনি একজন স্বাভাবিক পুরুষ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল নওশাদ। তাঁর ১২ বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বিষণ্নতায় ভুগতে থাকেন এবং কর্মবিমুখ হয়ে বেকার জীবনযাপন করেন। ওইসময় দেলু হিজড়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দেলু প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক পুরুষ। হিজড়া সেজে নানা অপকর্ম করেন। তিনি নওশাদকে হিজড়া হওয়ার প্রস্তাব দেন। দেলু জানান, হিজড়া হলে তিনি সহজে অনেক টাকা আয় করতে পারবেন। সেই সঙ্গে আনন্দ-ফুর্তিতে দিনযাপন করতে

পারবেন। তাঁর কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নওশাদ হিজড়াদের দলে যোগ দেন। —দৈনিক সমকাল, ২৮ নভেম্বর ২০২৩

দৈনিক প্রথম আলো প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম, 'নারী থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, এখন জটিলতা বাংলাদেশ রেলওয়ের চাকরিতে'

বিস্তারিত সংবাদে বলা হয়েছে, শারমিন আক্তার ঝিনুক ওরফে ঝিনুক সওদাগর নামের মেয়েটির বর্তমান নাম জিবরান সওদাগর। শুধু নাম পরিবর্তন নয়, অস্ত্রোপচার করে ৩০ বছর বয়সী ঝিনুক এখন একজন পুরুষ। নারী-পুরুষের ফেরে রেলওয়ের চাকরিতে যোগ দিতে পারছেন না তিনি। এক নারীকে ভালোবাসলেও তিনি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে সংসারি হয়েছেন। —দৈনিক প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মার্কিন টিভি উপস্থাপক ড. ফিলের উপস্থাপনায় একটি টিভি লাইভ শোতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় গ্যারি নামের জনৈক বাবা নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি তার ছেলেকে সেখানে প্রথমবারের মতো একজন নারী হিসেবে দেখতে পান।

ইন্টারভিউয়ে গ্যারি বলেন, আমি শুধু ক্ষতিই অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছি। ...ওকে মেয়ে হিসেবে কীভাবে গ্রহণ করব বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোথাও কোনো ভুল হয়েছে।

ড. ফিল প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি এটা আপনার দোষ?

জবাবে গ্যারি বলেন, আমি বিশ্বাস করি এটা আমারই দোষ।এরপর ড. ফিল ইনসাইড ইডিশনকে বলছিলেন, তিনি বিষয়টি উদ্যাপন করছিলেন না। তার কাছে বিষয়টি ছিল এ রকম যে, মানুষ হিসেবে আমি ব্যর্থ। বাবা হিসেবে আমি ব্যর্থ। আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি।

উল্লেখ্য, গ্যারির ট্রান্স মেয়ের নাম স্টেফ (Steph)। যে পূর্বে ছেলে ছিল এবং তার নাম ছিল জ্যাক (Zach)। সে একজন বিবাহিত ও মার্কিন সেনা এমপি ছিল। —ইনসাইড এডিশন, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

সম্প্রতি জাপানের কিয়োটোর অধিবাসী জ্যাকি (Jackie) একটি অ্যামেবা প্রাইম (AMEBA Prime) রিয়েলিটি শোতে তার গল্প শেয়ার করার সময় নিজেকে ২৮ বছরের ট্রান্স-এজ দাবি করেছেন। যার মূল বয়স ৩৯ বছর, জন্ম ৫ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে। —মাস্ট শেয়ার নিউজ, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩; নেক্সট শার্ক, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

মেলোডি ওয়াইজহার্ট (Melody Wiseheart) নামের ৫০ বছর বয়সী একজন পুরুষ নিজেকে ট্রান্স-এজ ও ট্রান্স নারী দাবি করে ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৯ জন তরুণীর সাথে কানাডার একটি আঞ্চলিত সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। —দ্য ওয়েস্টার্ন জার্নাল, ২৭ অক্টোবর ২০২৩; বেরেল নিউজ, ২৪ অক্টোবর ২০২৩

জার্মানির বার্লিন পটসামের প্লাটজ রেলপথ স্টেশনে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রায় ১০০০ মানুষ জড়ো হয়েছিল। যারা নিজেদেরকে 'কুকুর' হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করে এবং তারা সেখানে একে অপরের সাথে চিৎকার বা ঘেউ ঘেউ করে যোগাযোগ করছিল। —নিউ ইয়র্ক পোস্ট, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩; ডেইলি মেইল, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ফক্স নিউজ-এর শিরোনাম 'ট্রান্সজেন্ডার থেকে ট্রান্সঅ্যাবলড : মানুষ এখন নিজেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচিত হওয়াকে বেছে নিচ্ছে।

মূল সংবাদে বলা হয়েছে, বর্তমানে ট্রান্সঅ্যাবলবাদ নামে একটি ঝামেলাপূর্ণ সামাজিক সমস্যা উদ্বেগ তৈরি করছে।

ট্রান্সঅ্যাবলবাদ হল BIID বা বডি ইন্টিগ্রিটি আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার-এর জন্য ব্যবহৃত একটি নতুন পরিভাষা। যেখানে একজন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরিচয় দেয়। —ফক্স নিউজ, ২৮ এপ্রিল ২০২৩

একদিকে বিশ্ব যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে উৎকর্ষের দাবিদার। চাঁদ-মঙ্গল জয় করে মানুষ যখন ছুটছে সমুদ্রের অতলে, ঠিক তখনই কিছু মানুষ নিজের পরিচয় নিয়েই সংশয়ের শিকার। কেউ তো নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের পরিচয় দিচ্ছে, কেউবা আবার কুকুর, প্রতিবন্ধী পরিচয় দিতে পছন্দ করছে।

ট্রান্সজেন্ডারবাদ কেনো সমর্থনযোগ্য নয়

ট্রান্সজেন্ডারবাদের শরয়ী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনার পূর্বে জাগতিক বিচারে এর অসারতা, অযৌক্তিকতা ও মানব সম্প্রদায়ের জন্য এর ভয়াবহতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা দরকার।

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা পুরুষ ও নারী দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে দিয়েছেন। আবার নারী-পুরুষ সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পাশাপাশি প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যও ভিন্ন করে দিয়েছেন। আর নিজ নিজ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উপযোগী করে নারী-পুরুষের প্রত্যেককে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভিন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকের জন্য দিয়েছেন পৃথক পৃথক জীবনব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ করেছেন শরীয়তে ইসলামীর পৃথক বিধিবিধান। যার ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ মহাজগতের সবকিছু সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য, ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবি অনুযায়ী পৃথিবীতে কোনো লিঙ্গ পরিচয় থাকবে না। শারীরিক লিঙ্গ বিবেচনায় মানুষের পরিচয় নির্ণয় হবে না; বরং মানসিক ইচ্ছাটাই হবে তার প্রধান পরিচয়। কেউ যদি তার জন্মগত লিঙ্গ পরিচয়ে আগ্রহী বা বিশ্বাসী না হয়, তাহলে সে মনের ইচ্ছাধীন যে কোনো সময় নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার ঘোষণা দিতে পারবে। অর্থাৎ একজন পুরুষের যদি নিজেকে নারী বলে মনে হয়, তাহলে সে নারী। অনুরূপ কোনো নারীরও যদি নিজেকে পুরুষ মনে হয়, তাহলে সে পুরুষ।

ভাবতে অবাক লাগে, এটিও একটি মতবাদ হতে পারে! আধুনিক বিশ্বেও ট্রান্সজেন্ডারবাদকে মানুষ মেনে নিতে পারে! আরো অবাক হই, যখন দেখি, এই মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য বিশ্ব মোড়লরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে এবং দেশে দেশে এর স্বীকৃতি আদায়ে রীতিমতো চাপ প্রয়োগ করে।

বস্তুত ট্রান্সজেন্ডারবাদ মতবাদটি এতটাই অসার ও অযৌক্তিক যে, এর ফলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; বরং গোটা পৃথিবীতেই বিপর্যয় নেমে আসবে। যেমন ধরুন, রফিক সাহেবের ৪ মেয়ে। তাদের একটি ছেলের খুব শখ। অনেক দুআ-প্রার্থনার পর তার ঘরে একটি ছেলে সন্তানের জন্ম হল। রফিক সাহেব তো মহা খুশি। এলাকার সবাইকে তিনি দাওয়াত করে খাইয়েছেন। ছেলের আদর-যত্নের যেন কোনো কমতি নেই। ছেলেকে নিয়ে তাদের কত স্বপ্ন! ছেলেকে একটা ভালো স্কুলে ভর্তি করাবেন। লেখাপড়া শেষে ভালো একটা চাকরি করবে। এরপর ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বউ ঘরে আনবেন। শেষ বয়সে তারা ছেলে ও ছেলের বউ এবং তাদের নাতি-নাতনি নিয়ে মহাসুখে দিন কাটাবেন। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ছেলেকে নামকরা একটা স্কুলে ভর্তি করালেন। এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পেল। ছেলের বন্ধু-বান্ধব, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ এলাকার সবার মুখেই তিনি ছেলের প্রশংসা শোনেন। এমন একটি ছেলের পিতা হতে পেরে নিজেকে তিনি গর্বিত বোধ করেন। কিন্তু ছেলেকে একটা ভালো কলেজে ভর্তি করানোর জন্য রফিক সাহেব যখন খুব উদ্বিগ্ন। ঠিক তখনই যেন তিনি আকাশ থেকে পড়লেন। কারণ একদিন তিনি শুনতে পারলেন, তার ছেলেটি নাকি মেয়ে হয়ে গিয়েছে! এখন থেকে রফিক সাহেবের ছেলের নিজেকে মেয়ে মনে হচ্ছে। তাই আইন ও সমাজসহ সকলের তাকে মেয়ে হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

আচ্ছা ধরে নিলাম, সে এখন মেয়ে। সমাজ ও আইনের চোখেও সে এখন থেকে মেয়ে হিসেবেই বিবেচিত হবে। কিন্তু এই বিবেচনাতেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে? ধরুন, রফিক সাহেব তাকে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে একটা ওমেন্স কলেজে ভর্তি করানোর জন্য নিয়ে গেলেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে আইনী কারণে মেয়ে হিসেবেই বিবেচনা করলেন এবং ভর্তিচ্ছু অন্যান্য মেয়েদের মতো তার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণের জন্য এসএসসির সার্টিফিকেট, মার্কশিট ইত্যাদি কাগজপত্র দেখলেন। কিন্তু সেখানে সবকিছুতেই তো ছেলের নাম লেখা। তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কীভাবে নিশ্চিত হবেন যে, এই মেয়েই আগে ছেলে ছিল আর এই সার্টিফিকেট, মার্কশিটসহ সকল কাগজপত্র এই মেয়ের?

হয়তো কেউ সমাধান বাতলে দিতে পারেন যে, কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে তার পূর্বের সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো সংশোধন করে নেবে।

আবার কলেজের পাঠ চুকিয়ে যখন সে ইউনিভার্সিটিতে যাবে, তখন যদি আবার সে নিজেকে ছেলে মনে করে বসে? এমনিভাবে যখন চাকরির সময় হবে তখনো আবার সে নিজেকে মেয়ে মনে করে বসতে পারে। আচ্ছা, তার জীবনের এসব ধাপ ও পর্যায়ের কথা না হয় বাদই দিলাম। ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবি অনুযায়ী, যার যখন নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মনে হয় তখন থেকেই সে ওই লিঙ্গের বলেই বিবেচিত হবে। এখানে নির্দিষ্ট কোনো সময় বা পর্যায় নেই এবং বিপরীত লিঙ্গের মনে করার নির্দিষ্ট কোনো সীমা-পরিসীমাও নেই। এটাই যদি হয় অবস্থা, তাহলে সবার আগে তার ব্যক্তিগত জীবনটাই প্রভাবিত হবে। কেননা, একটা ছোট্ট ছেলেকে তার বাবা-মা কত যত্ন করে ছেলে হিসেবে প্রতিপালন করেছেন। ছেলেদের যত বিষয়-আশয় থাকে সবকিছু তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। তার কাপড়-চোপড়, পোশাক-আশাক, বন্ধু-বান্ধব ও চলাফেরা সবকিছুই ছিল ছেলেদের মতো। এখন হঠাৎ করে সে মেয়ে হওয়ায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ, বন্ধু-বান্ধব, চলাফেরা সবকিছুই পরিবর্তন করতে হবে। আর মেয়ে হিসেবে তার জন্য বাবা-মায়েরও মেয়েদের সকল আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে। কদিন পর যখন আবার সে নিজেকে ছেলে মনে করবে তখন আবার নতুন করে তার জন্য ছেলেদের ব্যবস্থাপনা দরকার হবে।

আচ্ছা, চাকরি-বাকরি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার যখন বিয়েশাদির বিষয় আসবে তখন তার অভিভাবকগণ কি তাকে ছেলে মনে করে তার জন্য মেয়ে খুঁজবে, নাকি মেয়ে ভেবে ছেলে খুঁজবে? ধরে নিলাম, অভিভাবকরা বিয়ের সময় তাকে ছেলে মনে করেই তার জন্য পছন্দের একটি মেয়েকে বউ হিসেবে ঘরে আনলেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর দুয়েকটি বাচ্চা-কাচ্চা হওয়ার পর যদি ছেলের

বউ নিজেকে ছেলে মনে করে কিংবা এই ছেলেই আবার নিজেকে মেয়ে মনে করে বসে?

তাহলে দেখা গেল, এতে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি তার সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের আচার-ব্যবহার নিয়েও জটিলতা তৈরি হবে। কেননা, মহল্লার একটি ছেলে যখন সবার সামনে বেড়ে ওঠে। এলাকার সমবয়সী অন্যান্য ছেলেদের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। এলাকার বড় ভাই, মুরব্বি ও অন্যান্য লোকজনের সাথে তার একটা যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি হয়। সবাই তাকে একটি ছেলে হিসেবেই তার সাথে ব্যবহার করে। এখন হঠাৎ করে যদি এই ছেলেটি নিজেকে মেয়ে মনে করার কারণে তাকে মেয়ে বিবেচনা করতে হয়, তাহলে তার এতদিনের বন্ধু-বান্ধব, মুরব্বি ও অন্যান্য লোকজনের সাথে তার সম্পর্কের অবস্থা কী দাঁড়াবে? আবার এলাকার একটি মেয়ে যখন হঠাৎ করে নিজেকে ছেলে মনে করে এবং এলাকার অন্যান্য ছেলেদের সাথে ওঠাবসা করতে থাকে, তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে?

আর যদি কারো অসৎ উদ্দেশ্য থাকে কিংবা কেউ তার কোনো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এমনটি করে থাকে, তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা তো হবে আরো ভয়াবহ। যেমন, কোনো অসাধু ছেলে যদি কোনো মেয়ের সাথে প্রতারণা করে। তার সাথে সম্পর্কে জড়ায়। কৌশলে তার কাছ থেকে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নেয় এবং তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। এরপর মেয়েটি বিয়ের জন্য চাপ তৈরি করলে ছেলেটি নিজেকে মেয়ে দাবি করে বসল এবং মেয়েটির নামে থানায় নারী নির্যাতনের মামলা ঠুকে দিল। তাহলে এর মীমাংসার কোনো পথ বা উপায় কি কেউ একটু বাতলে দিতে পারবেন?!

মোটকথা, কোনো ছেলে বা মেয়ে যখন তখন নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের মনে করলেই যদি তাকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বিপরীত লিঙ্গের বলেই মেনে নিতে হয়, তাহলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপর্যয় কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছবে, কেউ কি তা একটু ভেবে দেখেছেন?

প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতা এড়ানোর জন্য কেউ হয়তো পরামর্শ দেবেন, যখনই কারো বিপরীত লিঙ্গের মনে হবে তখন সাথে সাথেই তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়ে লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘোষণা দেবেন এবং অন্যান্য তথ্য সংশোধন করে নেবেন। জী, এটাও একটা সহজ(?) সমাধান। ডিজিটাল থেকে স্মার্ট দেশে পদার্পণের দাবিদার বাংলাদেশে বর্তমান জাতীয় পরিচয়পত্র কিংবা স্মার্ট কার্ডে কারো নাম ভুল হলে কিংবা ভুল বানান সংশোধনের জন্য যে সময় ও প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়, সেখানে সকাল-বিকাল; বরং যখন তখন একজন নাগরিকের তথ্য সংশোধন ও হালনাগাদকরণ সত্যি অনেক সহজ সমাধানই বটে।

আচ্ছা, আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট না হয় বাদই দিলাম। কোনো মুসলিম দেশের কথাও না হয় না-ই বললাম। অবাধ মেলামেশার দেশগুলোর কথাই একটু ভেবে দেখুন তো। যেসব দেশে অবাধ মেলামেশা ও বিকৃত উপায়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ থাকে এবং আইনী ও সামাজিকভাবেই তা বৈধ, ঐসব দেশের অবস্থাটাইবা কী হবে? আর অবাধ মেলামেশার দেশ বা সমকামিতাকে আইনীভাবে বৈধতা দেয়া দেশগুলোতেইবা কেন প্রয়োজন পড়বে ট্রান্সজেন্ডারবাদকে প্রতিষ্ঠা করার? সেসব দেশে তো যে কেউ যথেচ্ছভাবে প্রবৃত্তি চরিতার্থের সুযোগ পায়। এর পরও কেন সেখানে ট্রান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন থাকে? আর সেসব দেশগুলোতে কি আসলেই ট্রান্সজেন্ডারবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব? না। সেসব দেশেও এটাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে খুনের দায়ে ৩০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত ২৭ বছর বয়সী ডেমি মাইনর নামের এক ট্রান্স নারীকে মহিলা কারাগারে রাখার পর তার দ্বারা সেখানে দুইজন নারী সহবন্দি গর্ভবতী হওয়ার ঘটনায় কারা কর্তৃপক্ষ তাকে তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের একটি কারাগারে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়েছেন।

কেউ হয়তো বলবেন, কারা কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল, ট্রান্সজেন্ডারদের জন্য পৃথক সেলের ব্যবস্থা করা। আচ্ছা, মেনে নিলাম এটিও একটি সহজ ব্যবস্থা। কিন্তু প্রশ্ন হল, ট্রান্সজেন্ডারদের সবাইকে যদি পৃথক সেলেই রাখা হয়, তাহলে কি এতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের প্রতিষ্ঠা হল? কারণ ট্রান্সজেন্ডারবাদের দাবি তো হল, কোনো ছেলে

নিজেকে মেয়ে মনে করলে তাকে মেয়ে হিসেবে বিবেচনা করতে হবে আর কোনো মেয়ে নিজেকে ছেলে মনে করলে তাকে ছেলে বিবেচনা করতে হবে। তাহলে বাস্তবে তো তাদের দাবি মানা হল না। তাদেরকে বরং তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবেই বিবেচনা করা হল। তাহলে আদৌ কি ট্রান্সজেন্ডারবাদকে সেসব দেশে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব?

এবার দেখা যাক, যুক্তির বিচারেও কি ট্রান্সজেন্ডারবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব? না। সাধারণ যুক্তির বিচারেও ট্রান্সজেন্ডারবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা আমরা দেখি, মানুষ সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। পুরুষ ও নারী। প্রত্যেকের শরীর ও মন ভিন্ন ভিন্ন। মেয়েরা নিজেকে যতই পুরুষের সমান বলে দাবি করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা কখনও সম্ভব নয়। কারণ শারীরিক গঠন, শক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও মন-মানসিকতায় নারীর পক্ষে কখনও পুরুষের সমান হওয়া সম্ভব নয়। এছাড়াও মেয়েদের রয়েছে বহুবিধ দুর্বলতা। এতকিছুর পরও একজন মেয়ে নিজেকে ছেলে দাবি করলে বা মনে করলেই সে ছেলে হয়ে যেতে পারে না। এমনকি সার্জারি করে ছেলেদের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করলেও এবং হরমোনের পাওয়ারফুল ঔষধ সেবনের পরও তার পক্ষে ছেলের সমান হওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে একজন ছেলে সার্জারির মাধ্যমে মেয়েদের সকল অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে নিলেও সে মেয়ে হয়ে যায় না। আর এ কারণেই দেখা যায়, ট্রান্স নারীর সাথে সাধারণ নারীরা পেরে উঠতে পারে না। যেমন, আউট স্পোর্টস নামের একটি ওয়েব সাইটে ২৩ জন ট্রান্স নারীর উল্লেখ করা হয়েছে। যারা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় মেয়েদের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে জয়ী হয়েছে। —আউট স্পোর্টস, ৬ আগস্ট ২০২১

এ কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একজন ট্রান্স নারী নারীদের ইভেন্টে অংশগ্রহণ করলেও বাস্তবে সে তো পুরুষ। তাই সাধারণ নারীরা তার সাথে পেরে উঠবে কীভাবে? ফলে স্বাভাবিকভাবেই মহিলা ইভেন্টে ট্রান্স নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আর সঙ্গত কারণেই অবাধ মেলামেশা ও সমকামিতার দেশ এবং পশ্চিমা দেশগুলোতেও ট্রান্সজেন্ডারবাদকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ঘোষণা দিয়েছেন, কেউ চাইলেই লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারে না। —দৈনিক প্রথম আলো, ০৬ অক্টোবর ২০২৩

রাশিয়ার সর্বোচ্চ আদালত 'আন্তর্জাতিক এলজিবিটি পাবলিক মুভমেন্ট'কে একটি চরমপন্থী সংগঠন ঘোষণা করেছে এবং দেশজুড়ে এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। —বিবিসি, ৩০ নভেম্বর ২০২৩; সিএনএন, ৩০ নভেম্বর ২০২৩; দ্য গার্ডিয়ান, ৩০ নভেম্বর ২০২৩

ফেব্রুয়ারিতে সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে ক্যাম্পাসে রঙধনু পতাকা বিতরণের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। —দ্য ডিপ্লোমেট, ২৮ এপ্রিল ২০২৩; নিউ ইয়র্ক টাইমস, ৩ জুন ২০২৩

উগান্ডায় সমকামিতা আগে থেকেই অবৈধ ছিল। কিন্তু মে মাসে নতুন আইনের মাধ্যমে এর শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক উগান্ডার নতুন ঋণ স্থগিত করেছে। —বিবিসি নিউজ, ৯ আগস্ট ২০২৩; রয়টার্স, ৯ আগস্ট ২০২৩

মালয়েশিয়ায় সমকামিতা নিষিদ্ধ। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মে মাসে দেশের ১১টি শপিং মলের সোয়াচ স্টোরে এলজিবিটি উপাদান সম্বলিত টাইমপিস উদ্ধারে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কেউ এ ধরনের সামগ্রী মুদ্রণ, আমদানি, উৎপাদন করলে ... অথবা কারো কাছে এ ধরনের সামগ্রী পাওয়া গেলে তার ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। আর কেউ এ ধরনের

ঘড়ি পরলে বা বিতরণ করলে তার ২০ হাজার রিঙ্গিত জরিমানা হতে পারে। —দ্য গার্ডিয়ান, ১০ আগস্ট ২০২৩

কাতার ফুটবল বিশ্বকাপে ট্রান্সজেন্ডারদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। —সিএনএন, ১৯ নভেম্বর ২০২২; দ্য গার্ডিয়ান, ১৩ মে ২০২২

১৯ মে ২০২৩ শুক্রবার পাকিস্তানের ফেডারেল শরীয়ত কোর্ট (এফএসসি) কোনো ব্যক্তি ইচ্ছামতো তার লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন, ২০১৮-এর কয়েকটি ধারা শরীয়া পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে রায় ঘোষণা করেছে।

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি (অধিকার সুরক্ষা) আইন, ২০১৮ পাশের পর সেপ্টেম্বর ২০২২ সালে দায়ের করা পিটিশনের জবাবে আদালত এই রায় প্রদান করেন।

বিস্তারিত রায়ে বলা হয়েছে, আমরা এই উপসংহারে পৌঁছেছি যে, কুরআন ও সুন্নাহর ইসলামী বিধান অনুসারে একজন ব্যক্তির লিঙ্গ তার জৈবিক লিঙ্গের অধীন। সুতরাং একজন ব্যক্তির লিঙ্গ অবশ্যই তার জৈবিক লিঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।...

রায়ে আরো উল্লেখ করা হয় যে, আমরা লক্ষ্য করেছি, ধারা-২ (এন) ও ইমপ্লিমেন্টেড অ্যাক্টের পাঁচটি ভিন্ন পরিভাষা; যথা (১) উভলিঙ্গ, (২) নপুংসক (৩) রূপান্তরকামী পুরুষ, (৪) রূপান্তরকামী নারী এবং (৫) খাজাসিরা ব্যক্তিদেরকে 'হিজড়া ব্যক্তি'র একই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ উভলিঙ্গ, নপুংসক ও খাজাসিরা শব্দগুলি কোনো ব্যক্তির যৌন বৈশিষ্ট্যের জৈবিক বৈচিত্র্যকে বোঝায়, যা পুরুষ বা মহিলা শ্রেণিবিন্যাসের সাথে খাপ খায় না। অন্যদিকে রূপান্তরকামী পুরুষ ও রূপান্তরকামী নারী বলতে এমন

ব্যক্তিকে বোঝায়, যার স্ব-অনুভূত লিঙ্গ পরিচয় তাদের জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গ বা জৈবিকভাবে তাদের লিঙ্গ থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। —ডন, ১৯ মে ২০২৩

বোঝা গেল, সাধারণ যুক্তির বিচারেও ট্রান্সজেন্ডারবাদের মতো একটি উদ্ভট ও অসার মতবাদের প্রতিষ্ঠা পাওয়া সম্ভব নয়।

বস্তুত এটা কোনো মতবাদই নয়; বরং স্রেফ কোনো পাগলের পাগলামি ও তার বিকৃত মন-মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

ট্রান্সজেন্ডারবাদের শরয়ী দৃষ্টিকোন

জাগতিক বিচারে ট্রান্সজেন্ডারবাদের অসারতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদের অবস্থান আলোচনা করা হচ্ছে।

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডারবাদ একটি স্পষ্ট কুফরি ও অভিশপ্ত মতবাদ। এতে রয়েছে সৃষ্টির বিকৃতি ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এছাড়াও এটি সাধারণ রীতি-প্রকৃতি ও ইসলামের সুমহান আদর্শ পরিপন্থি।

১.' যিনার নিকটেও যেও না'বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন

দুনিয়াতে মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখা ও বংশ পরিচয় সংরক্ষণ এবং পরিবার ও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ইসলাম যেসব যুগান্তকারী বিধান দিয়েছে তার মধ্যে একটি হল যিনা-ব্যভিচার থেকে সর্বতোভাবে বেঁচে থাকা। শুধু ব্যভিচার থেকেই নয়; বরং যেসব কাজকর্ম ও আচার-আচরণ মানুষকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে এবং মানুষকে

ধীরে ধীরে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে, সেসব থেকেও বেঁচে থাকার আদেশ করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের অমোঘ ঘোষণা—

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا.

আর তোমরা যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। —সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩২

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, বান্দাদের জন্য ব্যভিচার ও এর নিকটবর্তী হওয়াকে নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَ سَآءَ سَبِيْلًا.

আর ব্যভিচারের উপকরণ ও উপলক্ষগুলোতে জড়ানোই হল তার নিকটবর্তী হওয়া। —তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৭২

উক্ত বিধানটি নিশ্চিত করার জন্য যিনা-ব্যভিচারের সকল উপলক্ষগুলোকেও শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন, যিনা-ব্যভিচারের একটি প্রধান উপলক্ষ হল দৃষ্টি। অর্থাৎ কোনো পুরুষ পরনারীকে দেখলে কিংবা কোনো নারী পরপুরুষকে দেখলে তার প্রতি দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। মনের অজান্তেই তার প্রতি আকর্ষণ জাগ্রত হতে পারে। যা একসময় ব্যভিচার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। তাই পর-নারী পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে।

তেমনিভাবে নারীকে পর-পুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ.

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। তাদের কৃত কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয়ই অবগত। আর মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। সাধারণত যা প্রকাশ পায় তা ব্যতীত নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। আর তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে...। —সূরা নূর (২৪) : ৩০-৩১

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না এবং কোনো নারী অপর নারীর সতরের দিকে তাকাবে না। কোনো পুরুষ এক কাপড়ের নিচে অপর পুরুষের শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না এবং কোনো নারী এক কাপড়ের নিচে অপর নারীর শরীরের সঙ্গে নিজের শরীর লাগাবে না। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৩৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৭৯৩

তেমনিভাবে পর-নারী ও পর-পুরুষের সাথে নির্জনে বা একান্তে অবস্থানকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যা ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

لاَ يَخْلُوَنّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ.

কোনো পুরুষ যেন অপর নারীর সাথে একান্তে অবস্থান না করে। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৭৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ২১৬৫

এমনকি নারীকে তার মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী কিংবা অন্য নারীর সাথে হজ¦র মতো ফরয বিধান পালন করারও অনুমতি দেওয়া হয়নি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَحُجّنّ امْرَأَةٌ إِلّا وَمَعَهَا ذُو محْرمٍ.

মাহরাম ব্যতীত কোনো নারী যেন হজ¦ না করে। —সুনানে দারাকুতনী, হাদীস ২৪৪০

আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৩০০৬

আর সঙ্গত কারণেই সন্তানের বয়স দশ বছর হলে তাদের শয্যা পৃথক করে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে—

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

তোমাদের সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের আদেশ করো। আর দশ বছর হলে নামাযের জন্য তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের পরস্পরের শয্যা পৃথক করে দাও। —সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের এক স্বভাবজাত প্রকৃতি। নির্দিষ্ট সময়ের পর মানুষের মাঝে এই আকর্ষণ জাগ্রত হয়। পৃথিবীর শুরু থেকে সকল যুগে ও সকল ধর্মে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার বিধান ছিল। সর্বশেষ শরীয়ত ইসলামে যেমন ধর্ষণ-ব্যভিচার হারাম ও নিষিদ্ধ তেমনি পূর্ববর্তী ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুসহ সকল ধর্মেও তা নিষিদ্ধ ছিল। দুনিয়ার সাধারণ রীতি, জ্ঞান-যুক্তি ও বিজ্ঞান সকল বিচারেই তা যথার্থ।

ইসলামী শরীয়ত একদিকে যেমন এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রিত রাখার আদেশ করে অন্যদিকে তা চরিতার্থ করার জন্যও দিয়েছে সুন্দর ও সুমহান বিধান। একদিকে যেমন ঘোষণা হয়েছে—

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ.

যে তার দুই চোয়াল ও দুই উরুর মধ্যস্থিত অঙ্গের (জিহ্বা ও লজ্জাস্থান) জামানত দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪

অন্যদিকে ইরশাদ হয়েছে—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার প্রবৃত্তির চাহিদা প্রশমনকারী। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৬৫

২.স্রষ্টার সৃষ্টিকে বিকৃত করা

অনেকে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কেবল খেয়াল খুশির মোহে পড়ে বিপরীত লিঙ্গের মতো হতে চায় আবার অনেকে নিজেকে ট্রান্সজেন্ডার দাবি করে সার্জারির মাধ্যমে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করে। তবে এই মতবাদের অনুসারীদেরকে সার্জারি না করেও নিজেকে শুধু মনে মনে বিপরীত লিঙ্গের ভাবলেও তাকে ট্রান্সজেন্ডার বলে ধরে নেয়া হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা লিঙ্গ রূপান্তরের বাস্তব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ”অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষ যৌনাঙ্গের অধিকারী ব্যক্তির লিঙ্গ ও অ-কোষ অপসারণ করা হয়। অ-কোষের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে একটি ছোট কৃত্রিম যোনি স্থাপন করা হয়। কখনও কখনও কৃত্রিম স্তনও স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি এ ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে মেয়েলি হরমোন দেওয়া হয়, যেন কণ্ঠটি নরম হয় এবং দেহে ফ্যাট তৈরি হয়ে নারীর দেহের প্রাথমিক কিছু বৈশিষ্ট্য তার শরীরে দৃশ্যমান হয়। এতে করে বাহ্যিক আকৃতিতে তিনি নারী হন; কিন্তু বাস্তবে তিনি পুরুষই থাকেন। শুধু তার যৌনাঙ্গের কাঠামোটি রূপান্তর করা

হয়েছে। কারণ তার ডিম্বাশয় বা জরায়ু নেই। তার ঋতুস্রাবও হয় না। সর্বোপরি তার পক্ষে গর্ভধারণ করা আদৌ সম্ভব নয়।

একই বিষয় নারীর বেলায়ও। অপারেশনের মাধ্যমে তার যৌনাঙ্গের কাঠামোটি পরিবর্তন করা হয়। জরায়ু এবং ডিম্বাশয় অপসারণ করা হয়। যোনি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং পরিবর্তে একটি কৃত্রিম লিঙ্গ স্থাপন করে, যা প্রয়োজনের সময় উরুতে স্থাপন করা ব্যাটারির সাহায্যে উত্থিতও হয়। পাশাপাশি দুটি স্তনও অপসারণ করা হয় এবং এই মহিলাকে প্রচুর পরিমাণে পুরুষ হরমোন দেওয়া হয়। যার ফলে তার কণ্ঠ অনেকটা পুরুষ কণ্ঠের মতো এবং গোঁফ ও চুল অনেকটা পুরুষের মতো হয়। এর সঙ্গে পুরুষ হরমোন সেবন এবং ব্যায়ামের প্রভাবে তার পেশিশক্তি বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে এ নারী বাহ্যিক আকৃতিতে অনেকটা পুরুষের মতো হয়ে যায়। কৃত্রিম লিঙ্গের সাহায্যে এ ব্যক্তি সহবাসও করতে পারে, তবে সে বীর্যপাত করতে পারে না। তার শরীরে শুক্রাণু তৈরি হয় না। আর তার জন্য সন্তান জন্ম দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।”

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট, রূপান্তরের এ প্রক্রিয়াটি যতই নিখুঁত হোক না কেন, এটি একজন পুরুষকে পুরোপুরি মহিলা বা বিপরীতে রূপান্তর করতে সক্ষম হয় না। বরং এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন একটি ‘অদ্ভুত শরীর’ তৈরি হয়, যা না পুরুষ না নারী।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টির পরিবর্তন-পরিবর্ধনকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : ‘আমি তাদের পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব। আমি তাদের নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব আর তারা পশুর কর্ণোচ্ছেদ করবেই এবং তাদের নিশ্চয়ই নির্দেশ দেব আর তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। (আল্লাহ বলেন) আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলে সে স্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।’ (সূরা : নিসা, আয়াত : ১১৯)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে বোঝা গেল অহেতুক নিজের শরীরে বিকৃত সৃষ্টি করা মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃত করার শামিল। আর যারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি ঘটায় তারা হল অভিশপ্ত শয়তানের অনুসারী। সমকালীন সব নির্ভরযোগ্য আলেমের মতে, সাধারণ অবস্থায় জেন্ডার ট্রান্সফরমেশন বা লিঙ্গ রূপান্তরের যাবতীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। সুতরাং কোনো নর-নারীর জন্য অস্ত্রোপচার অথবা বিপরীত লিঙ্গের হরমোন সেবনের দ্বারা লিঙ্গ রূপান্তর করা বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ মানুষকে তার প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করা একটি বড় পাপ ও শয়তানের অনুসরণ। পাশাপাশি এর মাধ্যমে পুরুষ নারীর বেশ ধারণ করে আর নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে। এটিও ইসলামে চূড়ান্তভাবে হারাম।

পুরুষ কখনো নারীর বেশ ধারণ করলে বা নারী কখনো পুরুষের বেশ ধারণ করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন। হাদিসের মধ্যে ইরশাদ হচ্ছে : ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সব পুরুষদের উপর অভিশাপ করেন, যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল মহিলাদের উপর অভিশাপ করেন,যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৫৮৮৫)।

বিজ্ঞ আলেমদের মতে, 'কেউ যদি সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য নিজের দেহাবয়বে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনে, তবে তা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতির শামিল হবে; তবে কেউ যদি রোগমুক্তির আশায় বাধ্য হয়ে চিকিৎসা হিসেবে এমনটি করে বা কোনো শারীরিক ত্রুটি দূর করার জন্য বাধ্য হয়ে করে, তবে তা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত হবে না।' হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, হারিস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) অভিসম্পাত করেছেন সুদখোর, সুদদাতা, সুদের সাক্ষী, সুদের লেখক এবং যে শরীরে দাগ দেয়, যাকে দাগ দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি বলল, রোগের জন্য ছাড়া? তিনি বলেন, হ্যাঁ। (নাসায়ি শরীফ, হাদিস : ৫১০৪)।

কিন্তু ট্রান্সজেন্ডার যেহেতু মানসিক রোগ থেকে হয়, তাই তাদের লিঙ্গে অস্ত্রোপচার না করে তাদের মানসিক চিকিৎসায় জোর দেওয়া উচিত। আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতির অধিকার কারো নেই।

৩. নারী-পুরুষ একে অপরের নিষিদ্ধ সাদৃশ্য অবলম্বন

ইসলাম নারী-পুরুষকে একে অপরের সাদৃশ্য অবলম্বন করতেও নিষেধ করেছে। এটি জঘন্যতম কবীরা গুনাহ ও লানতযোগ্য কাজ। হাদীসে এ ধরনের নারী ও পুরুষের প্রতি অভিস¤পাত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত—

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর সাদৃশ্য ধারণকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য ধারণকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৮৫, ৬৮৩৪

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال.

পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী ও নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ আমাদের দলভুক্ত নয়। —আলজামিউস সগীর, হাদীস ৭৬৫৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৮৭৫

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত সাদৃশ্য দুই ধরনের হতে পারে। যথা : সাময়িক ও অস্থায়ী এবং স্থায়ী। উভয় প্রকারের সাদৃশ্যই নিষিদ্ধ। সাময়িক সাদৃশ্য সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—

لعن الله الواشِمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله... .

সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য উল্কি আঁকিয়ে ও যে এঁকে দিতে বলে, ভ্রূ উত্তোলনকারী নারী ও দাঁত সরু করে মাঝে ফাঁক সৃষ্টিকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। কেননা, এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে দেয়। ... —সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৫

আসমা বিনতে আবু বকর রা. বলেন, জনৈকা নারী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বসন্ত রোগে আমার এক মেয়ের মাথার চুল পড়ে গিয়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা স্থাপন করব? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

لعن الله الواصلة والمَوصولة.

পরচুলা স্থাপনকারী নারী ও পরচুলা ব্যবহারকারী নারীর প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৪১

আরো দেখুন, সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৪০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৪; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫০৯৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪১৮০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৬৩

আর স্থায়ী সাদৃশ্য (যা 'তাবদীলু খালকিল্লাহ' তথা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত।) হল, অঙ্গ সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে পুরুষের জন্য নারীর অথবা নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি ধারণ করা। যেমন কোনো পুরুষের খোজা হওয়া। ইসলামে এটিও নিষিদ্ধ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করতাম। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীগণ থাকত না। তাই আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি খোজা হয়ে যাব? তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেছেন। —সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৭১

পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডারবাদে এই অভিশপ্ত সাদৃশ্যই ধারণ করা হয়। কখনো অস্থায়ী ও সাময়িক সাদৃশ্য ধারণ করা হয়। যেমন, পুরুষ হয়ে নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ইত্যাদি অবলম্বন করা হয়। আবার কখনো সার্জারির মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। যেমন, ছেলে হয়ে মেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা কিংবা মেয়ে হয়ে ছেলের অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা ও নিজের মেয়েলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপসারণ করা ইত্যাদি।

আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও করনীয়

তৃতীয় লিঙ্গের ব্যাপারে আমাদের দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। এরা ভাগ্য বিড়ম্বিত এক শ্রেণি হয়ে উঠছে। তাদের বাবা, মা, ভাই-বোন থেকেও যেন নেই। আমাদের সমাজ এদেরকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে, দূর দূর, ছি ছি করা ব্যতীত আমরা এদের কিছুই দিতে পারি না। রাষ্ট্রও তাদের যথাযথ পুনর্বাসন দিতে পারেনি। ফলে তাদের চাঁদাবাজির কারণে সকলে অতিষ্ঠ। কিন্তু এর আড়ালে যে ভিন্ন অন্ধকার আরেক জগৎ রয়েছে। সে সম্পর্কে আমরা কজনেই খবর রাখি?

মোটকথা, তৃতীয় লিঙ্গরা আমাদের সমাজেরই একটি অবহেলিত অংশ। তাই তৃতীয় লিঙ্গদের জন্য কোটা রাখা, তাদের পুনর্বাসন করা জরুরি। এতে কারও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এর সাথে কথিত ট্রান্সজেন্ডারদের একীভূত করা তা হবে চরম ঘৃণিত নোংরা একটি মতবাদকে প্রমোট করা। যা কোনোভাবেই কারো কাম্য নয়।

অভিশপ্ত ও ঘৃণিত এই ট্রান্সজেন্ডারবাদ এর ভয়াবহ কুফল পশ্চিমা সমাজে ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। এর নমুনা হচ্ছে, ২০২৩ সালের শুরুতে ট্রান্সজেন্ডার নারী (আসলে কিন্তু পুরুষ) প্রকৃত আরেক রুমমেট নারীকে ধর্ষণ ইস্যুতে চরম আন্দোলনের ফলে স্কটল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগে বাধ্য হন।
এরকম আরও বহু ঘটনা ঘটেই চলেছে। অপরদিকে এই অভিশপ্ত ও ঘৃণিত মতবাদটি বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আমদানির অপচেষ্টা চলছে। গত ২১ সেপ্টেম্বর ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন ২০২৩ এর খসড়া উপস্থাপনা করা হয়েছে।

মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিরোধী। ইসলামের সঙ্গে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক। মানবতা বিরোধী এবং মানবিক রুচি ও চাহিদার সম্পূর্ণ বিপরীত এই ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুটি এদেশে আমদানি করার কোনো যুক্তি নেই। পশ্চিমারা রুচি ও বিবেকবর্জিত অনেক কিছুই করে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে এখন কুকুর-শৃগাল হওয়ারও প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে।

কুকুরের বেশভূষা ও চলাফেরা ধারণ করতে বিকৃত রুচির মানুষের সংখ্যা অনেক। তাই বলে কি আমাদেরও তা মানতে হবে? বা সমর্থন করতে হবে?

সুতরাং ট্রান্সজেন্ডারের ফিতনা থেকে বাঁচতে হলে -

প্রতিটি নাগরিকের উচিত এই বিষয়ে বিপুল পড়াশোনা করা

নিজে জানা ও পাশাপাশি অন্যকে জানানো

লিফলেট, হ্যান্ড বিল বিতরণের মাধ্যমে বিপুল গন সচেতনতা তৈরি করা

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেমিনার-আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করা

বিষয়টির ভয়াবহতা সম্পর্কে জানাতে পারিবারিকভাবে তালিমের ব্যবস্থা করা

আসুন এর বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার হই। নিজের প্রজন্ম ও সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে সচেতনতা গড়ে তুলি। সোশ্যাল মিডিয়া, জুমার বয়ান ও ওয়াজ মাহফিলে এটির নিষিদ্ধতা ও ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরি। যাদের পক্ষে সম্ভব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক মহলের সাথে বিষয়টির ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করি। প্রজন্মকে এ রকম ভয়াবহ ফিতনা থেকে বাঁচাতে পারিবারিক তালিম ও ঘরোয়া শিক্ষা জোরদার করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন।